সেবা-সিরিজ

৺কাশীধামে

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী সদাশিবানন্দ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার আনা

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস

১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সেবা সিরিজের পুস্তকাবলী।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত :—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত :—

Dissertation on Painting	3-4-0
Reflections on woman	1-4-
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম খণ্ড)	১।০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)	১।০
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (যন্ত্রস্থ)	

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত :—

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (যন্ত্রস্থ)

নিম্নলিখিত ইংরাজী পুস্তকগুলি ক্রমশঃ বাহির হইবে :—

Works of Mohendra Nath Datta—

Ego. Energy, Mind, Metaphysic, Logic of possibilities. Action, Triangle of Love. Devotion. Dissertation on Poetry. System on Education.

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল—মেট্‌কাফ প্রেস্
১৫নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

উৎসর্গ

যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্য, যিনি শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর গুরুভ্রাতা, যিনি শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর জীবন ও সাধনের সঙ্গী, যাঁহাকে স্বামিজী "মহাপুরুষ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, যিনি "রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপনের স্বামিজীর সহযোগী, যিনি বর্ত্তমানে "রামকৃষ্ণ মিশনের" দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট, সেই যোগসিদ্ধ, মহাত্যাগী ধর্ম্মাচার্য্য মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের করকমলে এই পুস্তকখানি ভক্তিভাবে উৎসর্গীকৃত হইল।

পরিচয়

"৺কাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালীর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আছে তাহার মধ্যে ৺কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, শুধু গৌরব বৃদ্ধি নয়, বর্ত্তমান ভারতের সেবা-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল। সেই সেবাশ্রমের মূল সূত্রটি জানিবার না কাহার ইচ্ছা হয়? আর সেই মূল সূত্রের সৃষ্টিকারীর জীবনের চিন্তারাশি জানিবার না কাহার প্রবৃত্তি হয়? লেখক সেই সূত্রটির গোড়াপত্তনের ইতিহাসটুকু সাধারণের নিকট অল্প ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে ভক্তরাজ উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বর্ণনাগুলিও বেশ মাধুর্য্য-পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়ন কালে যাঁহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
২২শে ভাদ্র, ১৩৩২

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাক্‌বাণী

১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে প্রয়াগে অবস্থানকালে ভক্তরাজের (হরিদাস ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ) সহিত আমার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরাজ বলিলেন, "স্বামিজী যখন শেষবার ৺ কাশীধামে আসিয়াছিলেন তখন আমি স্বামি-জীর নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম।" এইকথা শুনিয়া আমি ১৬নং হিউএট রোডস্থ "ব্রহ্মবাদিন ক্লবে" বসিয়া স্বামিজীর সম্বন্ধে ভক্তরাজকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তরাজের পূর্ব্বস্মৃতি অনেক পরিমাণে জাগরিত হইতে লাগিল। ভক্তরাজের মুখ হইতে স্বামিজীর উপাখ্যানগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলে বড় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু পাছে সেইগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য উপাখ্যান-গুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। ভক্তরাজ তাঁহার সহজ সরল ভাষায় কিছু বলিতেন আর বাকীটুকু হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও ভাব-বিহ্বল নেত্রদ্বয় দিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অস্পষ্টভাব স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

উপাখ্যানগুলি বলিতে বলিতে তিনি সহসা এরূপ উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেন যে আর বলিতে পারিতেন না, ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, "আমি যেন স্বামিজীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘর-দোর যেন

আমার চ'খের সাম্‌নে ভাস্‌ছে দেখ্‌ছি, তাই আর কিছু ব'লতে পাচ্ছি না।"

এই সমস্ত উপাখ্যানগুলি, ভক্তরাজের ভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ঠিক রাখিয়া সেইগুলি আমি ভাষায় বলিয়া যাইতাম আর শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন লিখিয়া যাইতেন। ভক্তরাজ ও অপর সকলে বসিয়া নিকটে শুনিতেন এবং তাঁহাদের ভাব যে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে ইহা তাঁহারা অনুমোদন করিতেন। এই সময়ে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজী প্রয়াগেতে গিয়াছিলেন এবং তিনিও বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এই উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজজীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
২২শে ভাদ্র, ১৩৩২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।



স্বামী বিবেকানন্দ।

৺কাশীধামে

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ

"His name, his associations, his place, the persons he talked with, the things he touched, are all sacred to me, as they belong to my Beloved. I live, move and have my being, and I talk and smile, because my Lord is pleased with it, I cannot be miserable because he never likes it. Even if any misery comes, I must rejoice, as it is a special gift from my Beloved. It is not the "I" of the body that suffers, but "I" of the most-Beloved. I cannot hate others because He never hates them. It is for His sake my mind spontaneously flows towards other; every creature on earth belongs to Him, I am His, so are they mine. He is my Lord, my master, the very pupil of my eye, the smile on my lips, the very blood that courses through

my veins, the heart of my heart, the very pith and marrow of my bones: I am His, entirely, absolutely."

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের পুণ্যকীর্ত্তির বিষয় প্রথম আমি আরা সহরে এক পাঠাগারে জনৈক প্রধান উকিলের মুখে শুনি যে, একজন বাঙ্গালী যুবক সন্ন্যাসী আমেরিকার সিকাগো (Chicago) নগরে ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তথায় বহুশত পৃথিবীস্থ ধর্ম্মযাজক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে সমস্ত প্রধান ধর্ম্মসমূহ এই সনাতন ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম এবং আমার মনে হইল যে, আমার যেন কেহ পরম আত্মীয় এরূপ যশোলাভ করিয়াছেন।

সাধু মহাপুরুষদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, পূর্ব্ব জন্মান্তরিক সম্পার্ক মনুষ্যের মধ্যে সুষুপ্ত অবস্থায় গ্রথিত থাকে, এবং কোন কালে উক্ত প্রসঙ্গ উঠিলে সেই সুষুপ্ত ভাব জাগ্রত হইবার চেষ্টা করে এবং অস্পষ্ট-বিস্পষ্টরূপ ধারণ করিয়া অর্দ্ধোচ্ছ্বাস ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয় শাস্ত্রকারগণ এমন কি মহাকবি কালিদাসও শকুন্তলাতে হংসপদিকার গীত শ্রবণে দুষ্মন্তের ভাবান্তর প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে ইহা উদ্ভূত হয় তাহার বিচার এস্থল নহে। কেবল মাত্র ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, "প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্ত-দর্শনম" সহসা দর্শন পথে উপস্থিত হইলে যেরূপ যুগপৎ আনন্দ ও হর্ষ হৃদয়ে

উপস্থিত হয় আমারও স্বামিজীর বিষয় শ্রবণে তদ্রূপ হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে আমি আরা হইতে ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে আমার এক সহোদর বিয়োগের পর মাতা এবং সন্তপ্ত অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত ৺কাশীধামে আগমন করি। সে সময় আমি একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনা করিতে আরম্ভ করি। দৈবক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই ৺সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উক্তি" পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। কিছুদিন পরে সেই বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে আমার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত জগৎদুর্লভ ঘোষ মহাশয়ের সহিত ৺দুর্গাবাড়ীর মায়ের দর্শন লাভার্থে গমন করি এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজের দর্শনার্থ আমিঠি রাজার বাগানে গমন করি। তথা হইতে দর্শনাদি করিয়া ফিরিব এমন সময় আমরা দেখিতে পাইলাম যে দুইজন সন্ন্যাসী এবং দুইজন অন্য ভদ্রলোক একত্রে তথায় প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের হৃষ্টপুষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পারেন। প্রথমোক্ত সাধুটী স্বামী ভাস্করানন্দজীকে 'নমো নারায়ণ' করায় ভাস্করানন্দজীও তাঁহাকে 'নমো নারায়ণ' করিলেন এবং উভয়ে নানারূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কথা ও ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে

পারিলাম যে স্বামী ভাস্করানন্দজীর সহিত ইঁহাদের পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল এবং বেশ ঘনিষ্ঠতাও আছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উত্থাপিত হইলে স্বামী ভাস্করানন্দজী অতি নম্র, কাতর ও ব্যগ্রভাবে মধুরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ভাইয়া স্বামিজীকে এক মর্ত্তবা দর্শন করাও", গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও ভাস্করানন্দজী পুনঃপুনঃ স্বামিজীর কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন, যেন তখনই দর্শন পাইলে শান্তি হয় নহিলে আর কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। স্বামিজীর দর্শন লাভের জন্য এরূপ যোগীরও যে চিত্ত এরূপ বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হইতে পারে তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ সচরাচর ভাস্করানন্দজীর চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইত না। সম্মুখস্থিত বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটি বলিলেন, "হাঁ মহারাজ হম অবশ্য উনকো লিখেঁগে, উয়ো অভি দেওঘরকো বায়ু পরিবর্ত্তনকে লিয়ে গিয়া হ্যায়।" স্বামী ভাস্করানন্দজী উক্ত সন্ন্যাসীদিগকে পুনরায় রাত্রিকালে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিবার পর আমি তাঁহাদিগের সঙ্গী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, ইনি হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দজীর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর একদিন সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় চারুবাবু আমার বাটীতে গিয়া আমাকে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 'উদ্বোধনের' গ্রাহক সংগ্রহার্থ আদেশ জানাইলেন। কিন্তু আমি সেই দিনই নির্জ্জন-বাসের জন্য উদ্যোগী হইতেছিলাম বলিয়া দুঃখের সহিত অক্ষমতা প্রকাশ

করিলাম। আমি নির্জ্জন-বাসের জন্য অসি ঘাটের এক বৈষ্ণব মঠে ব্যবস্থা করিবার জন্য যাইব শুনিয়া তিনিও আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বামিজীর বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং স্বামিজীর জ্ঞানযোগ প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার কাছে পাঠ করিয়া দিন দিন স্বামিজীর উপর আমার ভক্তি দৃঢ় হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের সাধন জীবনের বিষয় নানারূপ আলোচনা দুই বৎসর কাল শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেদার নাথ মৌলিক (স্বামী অচলানন্দ) ও চারু বাবুর (স্বামী শুভানন্দ) বাড়ীতে আলোচনা হইবার পর স্বামিজীর কর্ম্মযোগ চারুবাবু বিশেষভাবে আমাদের বাড়ীতে পাঠ করিয়া আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করান। ইহার অল্পদিনের মধ্যে তিনি, শ্রীযুক্ত যামিনী রঞ্জন মজুমদার, কেদারনাথ মৌলিক, বিভূতি প্রকাশ ব্রহ্মচারী, হরিনাথ ওহেদার, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ও পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে লইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর এম, এ, মহাশয়ও স্বামিজীর উপদেশানুসারে এই কার্য্যে যুবকমণ্ডলী ব্রতী হইয়াছেন শুনিয়া পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া স্থানীয় ভদ্রমহাশয়দিগকে লইয়া একটি সভা গঠন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল কার্য্য চলিবার পর মিত্র মহাশয়ের ৺কাশীলাভ হইল। পরে স্বামিজী মহারাজের আদেশ অনুসারে উক্ত আশ্রম কাশীস্থ ভদ্রমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে রামকৃষ্ণ

মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিছুদিন পরে আমাদের বালকসঙ্ঘের ভিতর খবর আসিল যে স্বামিজী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ৺কাশীধামে আগমন করিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছ লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গেলাম। ষ্টেসনে আমি ও চারুবাবু প্রভৃতি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। স্বামিজী গাড়ী হইতে নামিলে আমি তাঁহার গলদেশে অভ্যর্থনাসূচক মাল্য বিন্যস্ত করিয়া দিলাম এবং চরণে পুষ্পাদি উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম। পরমুহূর্ত্তে আমি স্বামিজীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল, স্বপ্নাবস্থায় ইতিপূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম সেই ব্যক্তি, সেই মুখ, সেই অবয়ব। স্বামিজী মৃদুস্বরে কহিলেন, "বালকটী কে?" এবং আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। কবিতে যেরূপ বর্ণনা করে আমার মনেও ঠিক তখন সেইরূপ হইতে লাগিল, "My ears have not drunk hundred words of that tongue's utterance, yet I know the voice." ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে second sight বলে ইহা কি তাই? যুগপৎ হর্ষ, ত্রাস ও নানারূপ দ্বন্দ্বভাব আমার চিত্তকে প্রমথিত করিতে লাগিল। আমি কখন স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ, ষ্টেসন ও জনসমূহকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে লাগিলাম, এবং কখন বা সব লয় হইয়া যাইতেছে,—শূন্য,—শূন্য, মহাশূন্য। কোথায় যেন উঠিয়া যাইতেছি

দেহ নাই, মন নাই, চিন্তা নাই,—এরূপ নিস্তব্ধ স্থানে থাকিতে পারিতেছি না। আবার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নামিয়া আসিতেছি এবং অস্পষ্টভাবে ও অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্বস্থান ও মনুষ্য-জনকে দেখিতেছি। কিছু বলিতেছি না, কিছু বলিতেও পারিতেছি না। হস্ত পদাদি রহিত হইয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনা তিরোহিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য একই হইয়াছে; কিন্তু অন্তরে নিশ্চল নিস্পন্দ আনন্দরাশি ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করিতেছে। স্বামিজীর চরণে পুষ্প প্রদত্ত হইল, তিনি পার্শ্বস্থিত অপর ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং এর ওর সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রেমপূর্ণ নেত্রে আবার আমায় নিরীক্ষণ করিলেন। আমিও তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল। সময় হিসাব করিলে এক মিনিটের সহস্রাংশের একাংশ কিন্তু স্বামিজীর নেত্র হইতে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি যেন অবাচনিক ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "Deny thy father, deny thy name and for that which thou loses take all myself." পিতাকে ত্যাগ কর, নাম যশ ত্যাগ কর এবং এই ত্যাগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইবে। আমার প্রাণ, আমার অন্তস্থল যেন নড়িয়া উঠিল এবং যেন ভিতর হইতে গম্ভীর ভাবে সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "I take thee at thy word," এই কথার মত তোমাকে গ্রহণ করিব। কবিতে যাহা বর্ণনা করে আমি জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাই এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। ইহা যে ঠিক আনন্দ তাহাও

নয় কিন্তু তাহার উপর যদি কিছু থাকে তাহাই আমি চকিতে দর্শন করিয়াছিলাম, এবং সেই স্মৃতি ও চকিত-দর্শন আজও স্পষ্ট আমার চোখে ভাসিতেছে।

ষ্টেসন হইতে স্বামিজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় উঠিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর সহিত কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আসিয়াছিলেন। ওকাকুরা (জাপানী) অক্রূর খুড়ো—অর্থাৎ অক্রূর যেমন মথুরা হইতে কৃষ্ণকে লইতে আসিয়াছিলেন সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়ও জাপান হইতে স্বামিজীকে লইতে আসিয়াছেন, সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে অক্রূর খুড়ো বলিয়া থাকি। স্বামী নির্ভয়ানন্দজী (কানাই), স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ), গৌর-নাদু (বালকদ্বয়) এবং শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জনানন্দ স্বামী তখন ৺কাশীধামেই অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই একত্রিত হইয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের "সৌধাবাসে" অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন স্বামিজী, নিরঞ্জনানন্দ স্বামী, শিবানন্দ স্বামী ও মিঃ ওকাকুরা প্রভৃতিরা সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। আমি ও চারুবাবু যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। সময় অপরাহ্ন, স্বামিজী জনমণ্ডলীর সহিত নানা রকম কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ওকাকুরার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, বিষয়টা বোধ হয় ভারত ভ্রমণের। আমি সাষ্টাঙ্গে স্বামিজীকে প্রণিপাত করিলাম। যদিও গৃহে কয়েকটী সুখাসন ছিল, তথাপি স্বামিজীর সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করা অবিধেয় মনে করিয়া আমরা নিম্নস্থ গালিচা বা আস্তরণের উপর বিনীতভাবে উপবেশন

করিলাম ইহা দেখিয়া স্বামিজী কথা বন্ধ করিয়া ঘন ঘন আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বাক্যেতে যত না হউক, মুখভঙ্গি ও দৃষ্টিতে স্নেহপূর্ণভাব অতিশয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলাম। স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন এইভাবে আমাদের উভয়কে পুনঃপুনঃ অতি করুণ মিনতি স্বরে বলিতে লাগিলেন, "উঠে বস বাবা, উঠে বস।" বুঝিলাম যেন মানুষের ভিতর উঁচু নাচু ভাব তাঁহার কষ্টদায়ক হইতে লাগিল। কারণ সকলের ভিতরেই সেই এক ব্রহ্ম এবং সকলেই এক আসনের অধিকারী—ইহাই তাঁহার মুখভঙ্গী এবং কথাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সুখাসনে গিয়া বসিলাম। এইরূপ প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণে ও আকর্ষণে স্বামিজীকে আমাদের এরূপ অন্তরের লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল যে, আমরা তন্মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম। ইহাই হইল আমাদের প্রকৃত দীক্ষার সময় ও দীক্ষার স্থল। জ্বলন্ত ও সুস্পষ্টভাবে সেই চিত্রটা সর্ব্বদাই আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাত্রিকালে চারুবাবু, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও আমি স্বামিজীর আবাসে প্রায় থাকিতাম। ভোজনের সময় প্রায় সকলে একত্রে বসিতাম। ভোজনের সময় যে জিনিষটা সুস্বাদু লাগিত স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে সেইটী তুলিয়া আমাদিগের পাত্রে দিতেন এবং তৎপ্রদত্ত বস্তুটা আমাদের সুস্বাদু লাগিয়াছে কিনা জানিবার জন্য আমাদের মুখের দিকে

চাহিয়া থাকিতেন এবং আনন্দ করিয়া প্রশ্ন করিতেন, "কিরে কেমন লাগ্‌লো, তোর ভাল লাগলো কি? খা, খা, বেশ করে খা, জিনিষটা আমার বেশ ভাল লেগেছে তাই তোকে দিচ্ছি।" জগৎমাতার সন্তানের প্রেম যে কি রকম এবং বাৎসল্য ভাব কাহাকে বলে দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া তাহা বিশেষ বুঝা যায় না। স্বামিজী এইরূপ মধুরস্বরে স্নেহপূর্ণ ভাবে নিজের পাত্রস্থ নিজের প্রীতিকর বস্তু আমাদিগকে আদর করে খেতে দিতেন তাহাতে বাৎসল্য প্রেম যে কি তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা কেবলমাত্র প্রসাদ নয় গভীর প্রেম, ভালবাসা পিণ্ডীকৃত হইয়া খাদ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের মুখেতে আসিতে লাগিল, ইহাতে বস্তুর স্বাদত্ব বা স্বামিজীর প্রেম কোন্‌টার আধিক্য ছিল ইহা প্রতীয়মান করা কঠিন।

আমরা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রথম প্রথম নিত্য যাতায়াত করিতাম এবং মাঝে মাঝে তথায় রাত্রিবাসও করিতাম। তখনকার সেবাশ্রম হইতে উক্ত বাড়ীটি পাঁচ মাইল দূর হওয়াতে আমরা সব সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতাম না। একদিন শিবানন্দ স্বামী সকলকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বামিজীর নিকট কথা উত্থাপন করেন। স্বামিজী তাহাতে সম্মত হন কিন্তু এ সম্বন্ধে তখন আর কোন দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই। চারুবাবু এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাকে স্বামিজীর নিকট পুনরায় কথা উত্থাপন করিতে বলায় আমি তাঁহার নিকট দীক্ষার বিষয় বলিলাম। তিনি রহস্যচ্ছলে বলিলেন, "কেন তোরা তো রামানুজি বৈষ্ণবভাবে দীক্ষিত, বিষ্ণুমূর্ত্তি তো ভাল, তোর দীক্ষার তো

আমি কোন প্রয়োজন বুঝ্‌ছি না।" আমি বলিলাম, "আপনার ন্যায় যোগীর নিকট আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা।" এই কথায় তিনি হাসিয়া সম্মত হইলেন। ইহার পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি ডাক্তার ছিলেন,—তাঁহার তিরোধান হওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই; যেন বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই শোকের উপশম হইল। আমার মনে হইল ইহা স্বামিজীর বিশেষ কৃপা।

নির্ভয়ানন্দ স্বামী স্বামিজীর আহারের "আটা" আনিবার জন্য আমায় একটা টাকা দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়েও আশ্রমে আটা লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম পাছে স্বামিজীর কষ্ট হয়। স্বামিজীর প্রতি আমার অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, আমি ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত সমস্ত কষ্ট ভুলিলাম। কিছুদিন পরে আমি স্বামিজীর নিকট যাই এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাকি ভাই মারা গেছে? তোর কিরূপ বোধ হ'ল, মাকে কি বল্‌লি?" প্রত্যুত্তরে আমার মনের অবস্থা এবং সমস্ত ঘটনা যথাযথ তাঁহাকে নিবেদন করাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার ভায়েদের যদি এমন হ'ত আমার কিন্তু বড় কষ্ট হ'ত"। এই কথা তিনি এমন কাতরভাবে বলেন যে তাহাতে আমার মনে যে অল্প কষ্ট ছিল তাহাও মুছিয়া গেল। বুঝিলাম ইনিই আমার প্রকৃত সখা ও সুহৃদ এবং তদবধি তাঁহার চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম।

আমার ভ্রাতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া হইবার পূর্ব্বেই স্বামিজী

আমাদিগকে সেইস্থানে রাত্রিবাস করিতে আদেশ করেন, এবং আমার এই অশৌচ অবস্থাসত্ত্বেও আমাদিগকে প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। আমরা স্নান করিয়া ও বস্ত্র পরিয়া সংযত ভাবে রহিলাম এবং স্বামিজীর আদেশ ও আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতি-বিলম্বে স্বামিজী আমাদের সকলকে যাইতে আহ্বান করিলেন। চারুবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম স্বামিজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "তুই প্রথম এসেছিস্, আয় চলে আয়" এই বলিয়া আমাকে একটি ছোট কক্ষে লইয়া গেলেন, তারপর নিজে একটি আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে আর একটি আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন।

স্বামিজী অল্পক্ষণের ভিতর ধ্যানস্থ হইয়া সবিকল্প সমাধিতে চলিয়া গেলেন, শরীর স্থির, মেরুদণ্ড উন্নত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ, নয়ন স্তিমিত ও জ্যোতিঃপূর্ণ, বদনমণ্ডল ভাব, শক্তি, প্রেম ও আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইতেছে কিন্তু গাম্ভীর্য্যের ভাব অপর সকল ভাবগুলীকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যে স্বামিজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং আহ্লাদ করিয়া আমাকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন সে স্বামিজী আর এক্ষণে নাই। পূর্ব্বদেহ, পূর্ব্ব কান্তি এবং পূর্ব্বভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসনে উপবিষ্ট। যে পুরুষ জগৎকে পদদলিত করিতে পারিতেন, উচ্চ উচ্চ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে পারিতেন, অভয় বাণী শুনাইয়া ম্রিয়মাণ জগৎকে গর্জ্জন করাইতে

পারিতেন, এবং মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার করতলামলকবৎ সেই মহাশক্তিমান পুরুষ স্বামিজীর স্থূল দেহাভ্যন্তর হইতে জাগ্রত এবং সুস্পষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ সমাধিতে অবস্থান করিয়া তিনি মনকে নিজবশে আনয়ন করিলেন এবং দক্ষিণ কর দিয়া আমার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তদবস্থায় রহিলেন। তারপর তিনি আমার পূর্ব্বতন বিষয় সকল বলিতে লাগিলেন, "তোর ছাপরায় যাওয়ার সময় ষ্টীমারে কাহারও কথা শুনিয়া প্রথম কি জ্ঞান হইয়াছিল?" আমি বলিলাম, "আমার স্মরণ নাই।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা মনে করে দেখিস্।" তাহার পর তিনি আমাকে তাঁহার (স্বামিজীর) মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "মনে কর আমার রূপটা ঠাকুরের রূপ হইয়া গিয়াছে, তার পর ঠাকুরের রূপ বিগলিত হইয়া গণেশের রূপ হইয়া যায়।" তখন তিনি আদেশ করিলেন, "তুই ঠাকুরের বাহ্যপূজা মাঝে মাঝে কর্‌বি, আর মানস পূজা রোজ কর্‌বি।" স্বামিজী যখন আমার করস্পর্শ করিয়াছিলেন তখন আমার মন হইতে সকল বাসনা, সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়াছিল। ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই, বাসনাও নাই, আকাঙ্খাও নাই, ভক্তি মুক্তি সকলই তিরোহিত হইয়াছে। সব শান্ত, জগৎ শান্ত, স্থির, ধীর। সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি নাই, আনন্দ পরিপূর্ণ। আনন্দের উপর এক বস্তু ছিল যাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম, তাহাই উপভোগ করিতে লাগিলাম। শান্তি, শান্তি, মহাশান্তি—সর্ব্বব্যাপী শান্তি। হিংসাদ্বেষ

উঁচু নীচু ইত্যাদির কোন সম্পর্ক বা নামগন্ধ তথায় নাই। এক মহা শান্তির ব্যোমের মধ্যে যেন উড়িয়া গেলাম এবং তথায় স্থির হইয়া অচল অটল ভাবে বসিয়া রহিলাম। ইহা শূন্য অথবা পূর্ণ কিছুই নয়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধগম্য হইবারও বিষয় নহে কারণ বোধ চিত্তচাঞ্চল্য হইতে উদ্ভূত হয়। অসীমশান্তি ব্যোমে সর্ব্বব্যাপ্ত, মূর্ত্তি, রূপ সেখানে কিছুই নাই।

"কভু একাকার, নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়,
নাহি—নাহি "ফুরাইল" বাক্;
বর্ত্তমান বিরাজিত।"

আলোক ডুবিল, অন্ধকার তিরোহিত হইল, নাহি রাত্র, নাহি দিবা, নিস্পন্দ সৃজন।

সেই সময় হইতে এই শান্তিপূর্ণ ব্যোম, যাহা স্বামিজী আমাকে দেখাইয়াছিলেন সেইটী ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে, মূর্ত্তি বা রূপ ধ্যান করিতে তত ইচ্ছা হয় না। কারণ ইহাতে একটু কল্পনা বা সীমা ও পরিধির আভাস থাকে। "মহা ব্যোম, যথায় গলে যায় রবি শশি তারা" সেইটী আমার বড় প্রিয়। ইতিঃপূর্ব্বে আমি মূর্ত্তি পূজা করিতাম এবং তাহাই আমার বড় ভাল লাগিত কিন্তু স্বামিজী করস্পর্শ করাতে আমি সেই মহাব্যোম ধ্যানপ্রিয় হইয়া গিয়াছি। যাহাকে যোগীরা সবিকল্প সমাধি বলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন, মাত্র স্বামিজীর করস্পর্শে আমার মন যেন সেই

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তখন গৃহ দেখিতে পাইতেছিলাম না, নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম না, সম্মুখে স্বামিজী আমার গুরু, তাঁহাকেও পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলাম না। সমস্তই এক মহাশূন্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। খণ্ডত্বের বা বহুত্বের কোন জ্ঞান নাই, অন্তর বাহ্য বলে কোন শব্দ নাই। আমার শরীর নিশ্চল ও নিস্পন্দ,—কোন চিন্তা নাই,—কোন ভাব নাই। এমন কোন শব্দ ভাষায় নাই যাহার দ্বারা সেই ভাব ও অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারি।

"নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে, ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে।
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
আবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥"

তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম তাহা আমার মনে নাই। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম আমার মন সেই উচ্চাবস্থা হইতে নামিয়া দেহেতে প্রবেশ করিতেছে, তখন অস্পষ্টভাবে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গৃহ ও অপরাপর বস্তুর আভাস মাত্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটিই ঠিক বলিয়া তেমন বুঝিতে পারিতেছিলাম না। যেন জগৎ নূতন, গৃহ নূতন, সবই নূতন! আবার মন যেন সেই মহাব্যোমে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেহস্থ শক্তি তাহা

প্রতিরোধ করিতেছে। এই নিদ্রিত-জাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া আমার শরীরে উষ্ণতা আসিতে লাগিল। ধমনীতে ধীরে ধীরে শোণিত বহিতে লাগিল এবং বাহ্য-বস্তু সকল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। স্বামিজী ও আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আবার স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু একটি নূতন জিনিস প্রকাশ পাইল। যেন সকল বস্তুর উপরে এক মাধুর্য্য ও শান্তি বিরাজমান। প্রত্যেক বস্তুই যেন অতি পবিত্র, প্রত্যেক বস্তুই যেন আমার অতি প্রিয় ও প্রণম্য। আমি দেখিলাম বায়ু পবিত্র, আকাশ পবিত্র, জল পবিত্র, চতুর্দ্দিক পবিত্র, প্রত্যেক সৃজিত জীব পবিত্র।

ক্ষণকাল পরে স্বামিজী আমাকে অন্য লোক পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। তাহার পর চারুবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহারও পূর্ব্ববৎ দীক্ষা হইল, পরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েরও দীক্ষা হইল।

বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তি সঞ্চার বা Transmission of powerএর বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিসপ (Bishop) বা মোহান্ত হইবার সময় অপর মোহান্ত সকল (Bishop) আসিয়া নূতন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন এবং শেষে সকলে নূতন ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ইহাকে consecration বলা হয়। পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া হইয়া থাকে এবং উহা এক্ষণে প্রাণহীন আচার পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ

লোকের ধারণা যে ধর্ম্ম মানে কতকগুলি আচার পদ্ধতি। কতিপয় আচার পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ধর্ম্মার্জ্জন করা হয়। ইউরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা মনে করেন তর্ক বিতর্ক বা বাক্য বিন্যাসই হইল ধর্ম্ম। উচিত অনুচিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা ও তদনুযায়ী অপর সকলকে বিচার করা এবং ন্যূনতা ও হীনতা অনুযায়ী অপর সকলের বিষয় পরিমাণ করাকেই ধর্ম্ম কহে। কিন্তু ইহা ছাড়া, ইহা ব্যতীত এক স্বতন্ত্র বস্তু আছে, তাহা কখনও ইঁহারা অনুভব করেন নাই। গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্ম নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরই কাছে কেবল ধর্ম্ম আছে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল অপরকে ধর্ম্ম দেখাইতে ও দিতে পারেন। যেরূপ দ্রব্য সামগ্রী হাতে করিয়া ধরা যায়, অনুভব করা যায়, খাদ্য হইলে খাওয়া যায় এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারে, ধর্ম্মও ঠিক তদ্রূপ স্পর্শনীয় জিনিষ। ইহাকেই প্রাণ বলে। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম দিতে ও দেখাইতে পারেন যিনি আপনার ভিতর এই প্রাণ, শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেহের নিম্নস্তরে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্নায়ুতে যখন শক্তি প্রবুদ্ধ হয় তখন জগৎ ও বস্তু সমুদয়ের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা মনকে এই ব্যোম বা চিদাকাশে তুলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সবিকল্প সমাধিতে মন রাখিলে তবে তার খণ্ডত্ব ও পূর্ণত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হয়!

ধর্ম্ম যে জীবিত ও প্রত্যক্ষের বিষয় স্বামিজীর কৃপায় ও কর-স্পর্শে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং অপরাপর দেয় বস্তুর ন্যায় ইহা স্পষ্ট হাতে হাতে পাইলাম। শব্দ, তর্ক, বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই তথায় নাই সব লয় হইয়া গিয়াছে, সবই এক—এক—এক জীবন্ত। জীবন্ত বা এক চিৎ অসীমভাবে বিরাজ করিতেছে। আবার পরক্ষণে দেখিলাম—সেই অসীম প্রাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের সৃষ্টি হইতেছে। সকলের ভিতরই সেই এক প্রাণ; অসীম সসীম ও সসীম অসীম। রূপ দেখি, অবয়ব দেখি, রূপ দেখিলে অসীমকে দেখিতে পাই না যদিও রূপের ভিতরেই অসীম রহিয়াছে, কিন্তু আবার যখন অসীম দেখি তখন নাম রূপ দেখিতে পাই না। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে এক হইতে অপরটি কিরূপে ধারাবাহিকভাবে আসিতেছে তাহা আমি বিশেষ বুঝিতে পারিলাম না। কারণ এই গুরুতর ব্যাপারটি এত চকিতের ভিতর হইতে লাগিল যে আমি ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। শুধু স্বামিজীর কৃপায় এই মাত্র বুঝিলাম যে ধর্ম্ম জীবন্ত বস্তু ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, ছুঁইতে পাওয়া যায়।

মহাত্মাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিতর এই শক্তিটি প্রবল ছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র অপরের মনটাকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারিতেন, এবং তর্ক যুক্তির অতীত স্থানে মন তুলিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রাণ-শক্তি দেখাইতে ও সঞ্চার করিতে পারিতেন। ইহাকেই দীক্ষা বলে। কিন্তু স্বামিজীর ভিতর এই শক্তিটী আমি স্পষ্ট-

ভাবে দেখিয়াছি। শক্তি সঞ্চার করিতে না পারিলে তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা যাইতে পারে না।

আমাদের দীক্ষার পর আমরা সেই স্থানে আহারাদি করিলাম এবং তৎপরে সেবাশ্রমের কার্য্যের জন্য চলিয়া আসিলাম। এই সময় স্বামিজীর ভাব লইয়া তিন বৎসর পূর্ব্বেই একটি সেবাশ্রম গঠিত হইয়াছিল এবং কার্য্যও সামান্য ভাবে চলিতেছিল। সেবাশ্রমের কর্ম্মীদের সাধুগিরি বা অপর স্থানে ভিক্ষা করিয়া খাইয়া সেবাশ্রমের কাজ করাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বামিজীর প্রিয় কার্য্যেতে বালকেরা প্রাণপাত করিতেছে, তাহাদের অর্দ্ধাশনে শরীর কৃশ হইতে লাগিল দেখিয়া স্বামিজী মনে বড় ব্যথা পাইলেন। স্বামিজী সকলকেই ভালভাবে আহার করিতে এবং মাছ মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীর সবল ও পুষ্ট রাখিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে এ কার্য্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। তেজস্কর আহার না করিলে রোগীর সেবা ভালরূপ চলিবে না। এইজন্য স্বামিজী তাঁহার সহিত আমাদিগকে আহার করিতে, বলিলেন। এই সময়ে কেহ কেহ স্বগৃহে আহার করিতেন সেইজন্য তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য আমাদিগকে বারংবার আজ্ঞা করিতেন এবং আমরাও মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলেই তাঁহার সহিত আহার করিতে যাইতাম।

আমাদের মধ্যে একটি বালক কৃশ ছিল। স্বামিজী তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছিলেন। স্বামিজীর সেবাশ্রমের কর্ম্মিদিগের উপর কিরূপ দয়া ও স্নেহ ছিল তাহা এই বালকটির উপাখ্যান বিবৃত করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সময় জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যুবকটি অনন্যোপায় হইয়া আশ্রমের কর্ম্মে যোগ দিল। তাহার শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিল। যুবকটী একদিন স্বামিজীকে দর্শন করিতে যায়; স্বামিজী তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাহার সমস্ত পরিচয় লইলেন। শরীর রুগ্ন ও কৃশ দেখিয়া স্বামিজী ব্যথিত ও উন্মনা হইয়া পড়িলেন এবং মধুরস্বরে তাহাকে বলিলেন, "বাবা তোমার শরীরটা বড় দুর্ব্বল, তুমি প্রত্যহ দিনের বেলা এখানে আসিয়া খাবে, পেটে না খেলে কাজ করা যায় না; তা তুমি রোজ দুপুরবেলা এসে আমার সঙ্গে খাবে"। যুবকটীর সেবাশ্রমের কাজ করিয়া আসিতে কখন কখন বিলম্ব হইত। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ, তাঁহার সময় মত স্নানাহার না হইলে পীড়া বৃদ্ধি পাইত। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে সময় মত স্নানাহার করিতে বলিতেন। বহুমূত্র রোগীর আহারের অনিয়ম হইলে শরীর বিশেষ খারাপ হয়। ডাক্তার ও তাঁহার গুরুভায়েরা সর্ব্বদা তাঁহাকে আহারের বিষয় নিয়মিত হইবার জন্য মিনতি করিতেন এবং স্বামিজীও সে বিষয় বিশেষ বুঝিতেন। কিন্তু স্নেহ এমনই জিনিষ, এমনই তাহার প্রবল শক্তি যে, বিধি নিয়ম ও পীড়ার বৃদ্ধি কিছুই সে মানে না; সকল নিষেধ অতিক্রম করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যুবকটির জন্য স্বামিজীর মন আহারের পূর্ব্বে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত। সর্ব্বদাই তিনি পাদচরণ করিতেন এবং প্রতীক্ষা করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেন, দরজার দিকে ও রাস্তার দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; এবং যে সম্মুখে আসিত তাহাকেই কাতরস্বরে

জিজ্ঞাসা করিতেন, "ছেলেটি কি আসিয়াছে? আজ এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আহা ছেলেটা এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খায়নি, রোগা শরীর, অল্প বয়স, তারপর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ইত্যাদি।"

কোন অতীব বৃহৎ কার্য্যেতে যদি বিশেষ শক্তি ও মনো-নিবেশ আবশ্যক হয়, সেই সব কার্য্যেতে স্বামিজী যেমন চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, স্থির গম্ভীর স্নেহপূর্ণ উন্মনাবস্থা হইয়া থাকিতেন; এই যুবকটির আহারের বিলম্ব নিবন্ধনেও তিনি সম্পূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকাশ করিতেন। সেই উন্মনা ভাব, যেন কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে, এইরূপভাবে প্রতিক্ষা করিতেন। ছোট বা বড় কার্য্য তাঁহার কাছে ভিন্ন ছিল না। সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর সাম্‌নে বেদান্ত চর্চ্চা করা, উচ্চ অঙ্গের ধ্যান ধারণা করা এবং এই ছেলেটিকে ভোজন করান সবই তাঁহার কাছে এক ছিল—একই মন, একই ক্রিয়া, একই সিদ্ধিলাভ।

আহারের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ অনুনয় করিত, হয়ত তাঁহার স্নান সমাপন হইয়াছে, শুষ্ক বস্ত্র পরিয়াছেন, আহার্য্য সামগ্রী সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, অপর সকলেই আহারের জন্য বড় ব্যগ্র ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু স্বামিজীর পূর্ব্বে কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছুক নন্।

মনে মনে সকলেই উদ্বিগ্ন হইতেছে, স্বামিজীর সে দিকে কোন দৃকপাত নাই, তাঁহার সে বিষয়ে কোন স্মরণই নাই। স্বামিজী পাদচারণ করিতেছেন এবং নানা প্রকার ভঙ্গী করিয়া মনের তীব্র ভাব প্রকাশ করিতেছেন; ওষ্ঠ, নেত্র, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আবেগের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যেন কোন

প্রিয় বস্তুর অদর্শন হেতু উন্মনা ও ব্যথিত হইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং অনিমিষ নয়নে পথের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতেছেন, কখন বা স্থিরচিত্তে, যেন "আকুল বেণী, ধাইল রাণী, ঘনশ্বাস বহে তাহে, ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে, অনিমিখ পথ চাহে" এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাৎসল্য প্রেম যে কিরূপ তীব্র আবেগ হৃদয়ে আনে তাহা স্বামিজীর ভিতরে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িয়া যা না বুঝিতে পারিয়াছি স্বামিজীর ভাব দেখিয়া তাহা আমরা স্পষ্ট হৃদয়ে অনুভব করিলাম।

অবশেষে ছেলেটি ক্ষিপ্র গতিতে প্রবেশ করিল। বৎসহারা ধেনু পুনরায় বৎস পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, বালকটীকে দ্বারদেশে দেখিয়া স্বামিজীর মুখভাব তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চিন্তিত, কুঞ্চিত ও উদ্বিগ্ন ভাব তিরোহিত হইল, মুখ হরষে পরিপূর্ণ হইল, স্মিতমুখে মধুরস্বরে স্বামিজী বালকটীকে প্রশ্ন করিলেন, "কিরে বাবা এত দেরী হ'লো কেন? কাজ বড্ড পড়েছিল নাকি? সকালে কিছু জল খেয়েছিলি ত? তোর জন্যে এখনও আমি কিছু খাইনি। আয় হাত পা ধুয়ে নে, শিগ্‌গির শিগ্‌গির খাইগে চল্। আমার শরীর অসুস্থ। সময় মত না খেলে অসুখ বাড়ে। একটু সকাল সকাল আস্‌বার চেষ্টা কর্‌বি, তবে কাজের ঠেলা কি কর্‌বি বল!"

বালকটি যদিও কথা কহিয়া কোন কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না কিন্তু নয়ন দিয়া সরলভাবে

স্বামিজীকে ক্ষণে ক্ষণে নিরীক্ষণ করিতে লাগল এবং সে যে ইহাতে বিশেষ অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছে তাহার নম্র মুখ, লজ্জিত অধোবদন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারিল। স্বামিজী বালকটীকে আপনার পশ্চাতে লইয়া আহার করিতে গেলেন। সকলে উপবেশন করিলে স্বামিজী বালকটীর দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিলেন এবং আপনার পাত্র থেকে সুস্বাদু জিনিষ লইয়া বালকটীর পাত্রে দিতে লাগিলেন। বালকটী নির্ব্বাক ও আনন্দে পুলকিত হইয়া তাহা অতীব দুর্লভ অমৃততুল্য বস্তু বোধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। যতক্ষণ পেটে ধরিতে পারে ততক্ষণ স্বামিজী নিজের পাত্র হইতে উঠাইয়া সুস্বাদু মিষ্ট জিনিষ তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নিজে কিছু খাইলেন কি না তাহা একবারও তাঁহার মনে উদয় হইল না। হয়ত নিয়মিত আহারেরও কিঞ্চিৎ কম হইল; কিন্তু নিরাশ্রয় গরীবদের সেবা করা এবং বালকটী নিরাশ্রয় ও অল্পবয়স্ক বলিয়া ইহাকে আহার করানো যেন স্বামিজীর মহৎ কার্য্য। স্বামিজী এই কার্য্যে আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া আপনার আহার বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ খাদ্য খাইতে ছিলেন কিন্তু স্বামিজীর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ ও বালকটী আহার করিতেছে দেখিয়া, স্বামিজীর আনন্দ ও সুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাঁহারা নিজ নিজ আহার্য্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া স্বামিজী ও বালকের ভোজনলীলা দেখিতে থাকিতেন ও মাঝে মাঝে আনন্দ করিয়া স্বামিজীকে অনুনয় করিতেন, "স্বামিজী আপনার আহার হইতেছে না, আপনি একটু আহার করুন।"

কিন্তু কাহাকেই বা বলিতেছেন, কেই বা শুনিতেছেন। স্বামিজী যেন আত্মহারা হইয়া বালকটীকে ভোজন করাইতেছেন, যেন প্রত্যক্ষ গোপালকে আহার করাইতেছেন, শুধু অভ্যাস-বশতঃ মাঝে মাঝে নিজে খাইতেছেন। ভোজনগৃহটী যেন আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা মানবলীলা কি দেবলীলা তাহা বিচার করা সুকঠিন। আনন্দ আনন্দকেই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আনন্দ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ বস্তু, আহার তো নিমিত্ত মাত্র। এরূপ আনন্দের ভোজন পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া মনে সর্ব্বদাই ইহা জাগরূক রহিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে স্বামিজী এক পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন এবং শিবানন্দ স্বামী আর এক পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। গৃহমধ্যে অপর কয়েকটী লোকও ছিলেন। তাঁহাদের নাম এখন বিশেষ স্মরণ নাই। উভয়ের মধ্যে হাসি তামাসা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হইতেছিল। স্বামিজীর মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ, চোখ মুখ দিয়া হাসি যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। অল্পবয়স্ক বালক নূতন কৌতুক শুনিলে যেমন অধীর হইয়া হাস্য করে, স্বামিজীও ঠিক তদ্রূপ করিতেছেন। স্বামিজী বলিতেছেন, "কি বলেন মহাপুরুষ, আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য—এ্যাঁ—এ্যাঁ, ঠিক না" বলিয়া আরও উচ্চৈস্বরে হাসিতেছেন এবং নানা প্রকার মুখভঙ্গি করিতেছেন। স্বামিজীর নেত্রের একটী সূক্ষ্ম স্নায়ু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল, এবং শুক্রাচার্য্য যেমন দৈত্যগুরু ছিলেন, স্বামিজীও তদ্রূপ বিদেশীয়দিগের গুরু হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত আপনাকে একচক্ষু

শুক্রাচার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ ও কৌতুক করিতেছিলেন। শিবানন্দ স্বামীও মাঝে মাঝে "আজ্ঞে তা—ত বটেই, আজ্ঞে তা—ত বটেই" বলিয়া হাস্য করিতেছিলেন। স্ফূর্ত্তি, আনন্দ, হাস্য ও পরিহাসের তাণ্ডব উড়িতেছিল। হাসি যেন মুখ থেকে বেরিয়ে মেজের উপরে গড়াইতেছিল এবং লোকের গায়ে মাখামাখি হইতেছিল। স্বামিজীর এরূপ পরিহাস-মুখ আমি আর কখন দেখি নাই। মাধুর্য্য, শুদ্ধতা, বালকভাব এবং অকপট মনোভাব সব যেন একভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। স্বামিজীর গম্ভীর ও শান্ত মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ আনন্দপূর্ণ কৌতুক মিশ্রিত হাস্যমুখ আর কখনও দেখি নাই। সাধারণ সাংসারিক লোক হাস্য করিলে তাহার ভিতর একটা বিরক্তি বা অবজ্ঞার ভাব থাকে, মনেতে চাপল্য বা অন্য কোন প্রকার বিকৃতিভাব আনয়ন করিয়া দেয়। কিন্তু দেখিলাম যে স্বামিজীর সেই কৌতুক ও রহস্যময় ভাবভঙ্গির ভিতর এক গম্ভীর ভাব মনকে উচ্চপথে লইয়া আসিতেছে। হর্ষ ও ভাবোচ্ছ্বাস ইহাও যে ঈশ্বর লাভের এক পন্থা তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না; এক্ষণে স্বামিজীর কৃপায় বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বৈষ্ণব কবিরা হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং বিরহ, মিলন, রাস, অভিসার প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবেরও বর্ণনা করিয়া থাকেন। বেদান্ত ও অপর শ্রুতিমার্গ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া চিত্তকে উর্দ্ধদিকে যাইতে আদেশ করেন। কেবল বৈষ্ণব কবিরাই চাপল্যের ভিতর মাধুর্য্য

ও হ্লাদিনী শক্তি পাওয়া যায় বলেন। তাঁহারা বলেন, হ্লাদিনী, সঙ্গিনী, সম্বিৎ, অর্থাৎ হ্লাদিনী আসিলে ভক্তি জ্ঞান সকলেই সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। লীলাকে বুঝিতে পারিলে নিত্য অবশ্য আসিবে। কারণ লীলা ব্যতিরেকে নিত্য থাকিতে পারে না এবং নিত্য ব্যতিরেকে লীলা থাকিতে পারে না। নিত্যই লীলা হয় আবার লীলাই নিত্যে পরিণত হয়।

এই সকল ভাব আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেও পড়িয়াছিলাম কিন্তু পড়িয়া কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অনেক সময় অযুক্তিকর বলিয়া আমরা অনেক জায়গায় প্রত্যাখ্যান করিতে প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু স্বামিজীর অভূতপূর্ব্ব হাস্য ও ব্যঙ্গ দেখিয়া এবং মাঝে মাঝে মহাপুরুষের আনন্দময় অনুমোদন বাক্য শুনিয়া নিত্য ও লীলার বিষয় যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। স্বামিজীর হাস্য-কৌতুক ও পরিহাসের ভিতরেও যেন ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবের প্রতি মহা আকর্ষণ ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর আকর্ষণ করিতেছেন, এবং তথায় রাখিয়া আপনার বর্ণে তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া আবার প্রত্যেককে যথাস্থানে প্রেরণ করিতেছেন। আমার মনটীকে তিনি ঠিক সেইরূপ করিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তি সকলকেও হাস্য, রহস্য ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া ঠিক সেইরূপ রঞ্জিত করিয়া দিলেন। গম্ভীর, রুদ্র ও প্রচণ্ডভাবে যেখানে স্বামিজী আত্মশক্তির বিস্তার ও পরিচালনা করা বিবেচনা করিতেন না সেইখানে তিনি কৌতুক, ব্যঙ্গ ও পরিহাস

করিয়া বিবেকানন্দত্ব সাধারনের ভিতর উদ্ভূত করিয়া দিতেন। হাস্যকৌতুকও যে ঈশ্বরলাভের সোপান পরম্পরা ইহা তিনি প্রতীয়মান করিয়া দিতেন।

সাধারণের ধারণা যে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, ম্লান বদন ও জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইতে হয়। হাসি তামাসার পাড়া দিয়ে যেতে নাই, তার নাম গন্ধ মাত্রটিও করিতে নাই, কেবল মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং সব সময় মেজাজ টং করিয়া রাখিবে। সব সময় কায়দা-দোরস্ত গুরুগিরী বোল্ ঝারিবে—এই হইল ধর্ম্ম। কিন্তু স্বামিজী অনেক সময় বলিতেন এবং অনেক সময় নিজের জীবনে দেখাইতেন যে, হাস্য রহস্য মনের উন্নতির এক প্রধান সহায়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "Witticism is the sign of intelligence". এই নিমিত্ত তিনি অতি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন।

স্বামিজীর কৌতুক দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তিনি কৌতুকে মাতিয়া ছিলেন। আমি প্রণাম করিতে যাইলে যদিও অপর সময় বিনীতভাবে আমায় "থাক্ থাক্ বাবা থাক্" বলিয়া নিষেধ করিতেন; কিন্তু সেই দিন আমি পূর্ব্বে বৈষ্ণব ভক্ত ছিলাম ইহা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় আমাকে বলিলেন, "কিরে রামানুজী ঢঙ্গে প্রণাম কর"। শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, "ওর পায়ে বাত যে, ওরূপ প্রণাম করতে ওর কষ্ট হবে"। স্বামিজী প্রত্যুত্তর করিলেন, "ও কিছু নয়, ও সব কিছু নয়, ও সেরে যাবে, তুই প্রণাম কর, প্রণাম কর।" আমি

সাষ্টাঙ্গ হইয়া এবং হস্তদ্বয় লম্বমান করিয়া মেজের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া প্রণাম করিলাম। তাহাতে তিনি হাসিয়া খুব কৌতুক করিতে লাগিলেন।

এরূপ কথোপকথন ও হাস্য রহস্য হইতেছে এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন যে, কাশীর ৺কেদার-নাথের মোহান্ত মহারাজজী আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। শ্রবণমাত্রই স্বামিজী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইতে বলিলেন এবং সেই হাস্যোৎফুল্ল বদন সহসা তিরোহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে স্থির ধীর গম্ভীর ও আজ্ঞাপ্রদ মুখ ও প্রদীপ্ত নয়নদ্বয় আবির্ভূত হইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি দেহাভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হইল। তখন আর কাহারও হাস্য কৌতুক করিবার সামর্থ্য রহিলনা। সকলেই স্ব স্ব স্থানে সংযত হইয়া বসিতে লাগিল। গৃহের পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া তেজঃপূর্ণ নিস্তব্ধ বায়ুতে পর্য্যবসিত হইল। যেন সেই গৃহ মধ্যে হাস্য কৌতুক পূর্ব্বে কখন হয় নাই এবং উপস্থিত লোকেরাও যেন কেহ হাস্য কৌতুক করে নাই। নিমিষ মধ্যে ঘনভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। আবার আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া উঠিলেন। আমায় যেন বোধ হইতে লাগিল "নূতন গগন যেন নবতারাবলি নব নিশাকান্তকান্তি।"

যে ঘরে ৺কেদারের মোহান্তজীকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল স্বামী শিবানন্দজীকে লইয়া স্বামিজী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও তাঁহার পদানুসরন করিলাম।

স্বামিজী গৃহে প্রবেশ করিলে ৺কেদারের মোহান্ত অতি

স্বসম্ভ্রমে 'নমো নারায়ণ' কহিলেন এবং ভক্তিপূর্ণ স্তবপাঠের ন্যায় স্বর করিয়া স্বামিজীকে সম্বর্দ্ধনা ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। মোহান্তজী আপন দক্ষিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন এবং সঙ্ঘের জনৈক সিংহলী সন্ন্যাসী ইংরেজী ভাষায় তাহা অনূদিত করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান করিতে লাগিলেন। মোহান্তজী কহিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ শিব, আপনি জীবের মঙ্গলার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। আমেরিকা ও ইউরোপে আপনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন অদ্যাপিও কোন ব্যক্তি ওরূপ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য লোকদিগের সম্মুখে আপনি হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ শতগুণ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক সন্ন্যাসী আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বেদধর্ম্মের গূঢ়রহস্যগুলি আপনি উপলব্ধি করিয়া যেরূপ সুচারুরূপে এবং সর্ব্বসম্বাদিক্রমে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্ন্যাসীমণ্ডলী ও যাবতীয় হিন্দু আপনার নিকট বিশেষ ঋণী আছি।" পলিতকেশ মহাস্থবির অশীতিবর্ষীয় মোহান্ত মহারাজজী যখন এইরূপ অভিনন্দন ও স্তুতিবাদ আবৃত্তি করিতেছিলেন স্বামিজী তখন লজ্জিত, বিহ্বল ও নিতান্ত উদ্বেলিত চিত্ত হইয়া একটি অল্পবয়স্ক শিশুর ন্যায় মৃদুভাবে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ আমি কিইবা সামান্য কার্য্য করিয়াছি, সকলই ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছা। তাঁহার মহিমা তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেহ শুধু নিমিত্ত মাত্র। আপনারা বৃদ্ধ সাধু, মহাজ্ঞানী, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা মস্তকে থাকিলে এরূপ বহুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে;

আর আপনি ভগবান্ কেদারনাথের মোহান্ত, আপনি স্বয়ং শিবাবতার, আমি সামান্য ক্ষুদ্র মনুষ্য।'

মোহান্ত মহারাজজী আরও কহিলেন, "আপনি যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন আমাদের প্রধান মঠ হইতে আপনাকে প্রত্যুৎগমন করিবার জন্য শিবিকা ও লোকজন প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত জনসংখ্যা বহুল হওয়াতে আপনি শারিরীক ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং আমাদের নিমন্ত্রণ তখন কার্য্যবশতঃ আপনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের মঠের সাধু মহাত্মারা এজন্য বিশেষ দুঃখিত আছেন। তাহারা আমার প্রতি তারযোগে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, যেন কাশীর এই মঠেতে আপনাকে বিশেষরূপে সংবর্দ্ধনা ও অভিবাদন করা হয়। আমাদিগের এই মিনতি যেন আপনি স্বগোষ্ঠী লইয়া ৺কেদারের মঠে একদিন ভিক্ষা গ্রহণ করেন।"

স্বামিজী বৃদ্ধ মহান্তজীর এরূপ বিনীত অভিনন্দন শুনাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বালকের ন্যায় মিষ্ট শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ আজ্ঞা করিলে বা কোন লোক প্রেরণ করিলেই আমি সানন্দে আপনার মঠে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম, এজন্য আপনাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসা আবশ্যক হইত না, যাহা হউক আপনার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব। পরদিন প্রাতে দশটা কি এগারটার সময় স্বামিজী শিবানন্দ স্বামিজীকে এবং অপর সকলকে সঙ্গে নিয়ে মোহান্ত মহারাজের মঠেতে যাইলেন।

জনৈক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক তখন মোহান্ত মহারাজের

মঠেতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীকে প্রশ্ন করিলেন, "সকল ধর্ম্মেই কি সিদ্ধ পুরুষ আছেন?" সকল ধর্ম্মেতেই যে সিদ্ধ পুরুষ আছেন স্বামিজী এইটী তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং এমন কি বামাচারী তন্ত্রেতেও সিদ্ধ-পুরুষ হন, তবে গুরুমহারাজ বলিতেন যে, পথটা অতি নোংরা, কিন্তু সে পথেতেও সিদ্ধপুরুষ হয়" এরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও স্বামিজীর ভাব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। তাহার পর মোহান্ত মহারাজজী নানাবিধ উপকরণ দিয়া স্বামিজী ও তৎসঙ্গিদিগকে সেবা করাইলেন।

অপরাহ্নে মোহান্ত মহারাজজী স্বামিজীকে এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাঁহার পূর্ব্বতন গুরুপরম্পরা সকলের আলেখ্য দর্শন করাইয়া সকলের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে একখানি গৈরিক বসন আনিয়া স্বামিজীর পরিধেয় গৈরিক বসনের উপর পড়াইয়া দিলেন এবং গাত্রেও আর একখানি গৈরিক উত্তরীয় জড়াইয়া দিলেন। মোহান্ত মহারাজজী অতীব হর্ষিত হইয়া ভাবোচ্ছাসে কহিতে লাগিলেন? "আজি প্রকৃত দণ্ডীজী ভোজন হুয়া।" তাহার পর সকলে ৺কেদারের মন্দিরেতে মোহান্তজীর অনুরোধে চলিলেন। স্বামিজীর সন্মানার্থে ৺কেদারজীর তখনই আরতি হইতে লাগিল। স্বামিজী বাহিরের প্রকোষ্ঠ বা যেখানে নন্দা (বৃষ) আছেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একেবারে সমাধিস্থ বাহ্যজ্ঞান রহিত নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অগ্রসর হওয়া বা পদবিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আর রহিল না,

যেন "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"। পায়ে মোজা ছিল, জলে ভিজিতেছিল, কিন্তু কাহারও সামর্থ হইল না যে মোজা উন্মোচন করিয়া দেয় বা কোন প্রকার শব্দ করে। সকলেই ভাবে তন্ময় ও জ্ঞানমগ্ন, কাহারও কিছু লক্ষ্য করিবার সময় বা সামর্থ রহিল নাই। স্বামিজীর সমাধিস্থ ভাব দেখিয়া সকলের ভিতরকার সুষুপ্ত কুণ্ডলিনী যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল, সকলেই তন্ময়, সকলেই ধ্যানমগ্ন—অপূর্ব্ব শোভা! অপূর্ব্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলিতেন, স্বামিজীর ভিতর শিব বিরাজ করিতেছেন, এবং সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে তাঁহাকে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন আজ সেই ভাবটী, সেই মহাশক্তি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদিপ্যমান হইয়া উঠিল। সকলেই দেখিতে লাগিলেন, সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। গর্ভগৃহে শীলাময় কেদার মূর্ত্তি, তাহাতে দীপ দ্বারায় আরতি হইতেছে, পশ্চাতে সমাধিস্থ মহাযোগী মহাদেব "যোগেশ্বর যোগমূর্ত্তি"; উভয়ের অভ্যন্তরস্থিত বস্তু এক কেবলমাত্র আকারে চেতন ও অচেতন—স্থাবর জঙ্গম এইমাত্র প্রভেদ। এইরূপ গম্ভীর নিস্তব্ধ ও মনোচ্চগামী ভাব দেখিয়া কেইবা না স্তম্ভিত, বিস্মৃত ও সমাধিস্থ হইবে? স্বামিজীর মুখ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। সচরাচর আমরা যে মুখ দেখিতাম ও যে স্বামিজীর কাছে বসিতাম ও আলাপ করিতাম ইনি যেন সে ব্যক্তি নন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র লোক। ইহাকেই কি বলে "দেবংভূত্বা দেবংযজেৎ"। মহাসিদ্ধ যোগী মহাত্মারা সমাধিস্থ ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চিত্ত পরমাত্মাতে লয় করিলে

কিরূপ হয় তাহা পূর্ব্বে আমরা কখনও দেখি নাই। কিন্তু স্বামিজীর ভাবান্তরিত অবস্থা দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিলাম। এই অবস্থাটী বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নাই। কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ এখানে আভাস দিলাম।

এইরূপ অৰ্দ্ধ সুষুপ্ত অবস্থায় আমরা সকলে ৺কেদারের মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম। স্বামিজী তখন ভাবাবস্থায় রহিয়াছেন। মৃদু মৃদু পদ সঞ্চালনে আমরা প্রাঙ্গন দ্বারে আসিলাম এবং স্বামিজীর যাহাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগে এইরূপ ভাবে অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল, ক্রমশঃ স্বামিজীরও ভাবরাশি উপশম হইতে লাগিল। একটি ছত্রের সম্মুখ দিয়া যখন গাড়ী যাইতেছিল তখন স্বামিজী বালকের ন্যায় আনন্দ করিয়া "নাট-কোট-চেটী" দক্ষিণা শব্দের অপভ্রংশ ব্যঙ্গ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়ী কালাকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

জনৈক ডাক্তার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রায়ই স্বামিজীকে দেখিতে আসিতেন। স্বামিজীও তাঁহার চিকিৎসায় কিছুদিন সুস্থ ছিলেন। ডাক্তার একজন থিওজফিষ্ট বা তদনুরাগী। তিনি একদিন আসিয়া থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি যে এ দেশে নানারূপ কার্য্য করিতেছে সেই বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন। মিসেস্ বেসাণ্ট ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী যে ভারতের বিশেষ উপকার করিতেছে ও দেশের যে একমাত্র কল্যাণ করিতেছে সেইটি সমর্থন করিয়া তিনি নানারূপ তর্ক যুক্তি আরম্ভ করিলেন।

স্বামিজী প্রথমে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, বিশেষ কোন প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করিলেন না। ডাক্তার বাবু অপ্রতিহত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার বাকচাতুর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ স্বামিজীর মুখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মুখের সাধারণ ভাব দৃঢ় আকার ধারণ করিল। তেজহীন চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আকার ইঙ্গিত ও অবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু তাহা কিছুই নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্রোতা যে অপর এক পুরুষ হইতেছেন এবং তিনি যে বিশেষ শক্তিমান পুরুষের সম্মুখে বসিয়া আছেন তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব শ্রোতা যে অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এক দিগ্বিজয়ী পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছেন তাহা ডাক্তারের তখনও বোধগম্য হয় নাই। সহসা ঝটিকার ন্যায় স্বামিজীর মুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল। গম্ভীর স্তব্ধায়মান, আজ্ঞাপ্রদ স্বর তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি যে জগৎকে তৃণ জ্ঞান করেন এবং পদতলে মেদিনীকে নিষ্পেষণ করিতে পারেন সেইভাব তাঁহার ফুটিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ অপর এক নূতন পুরুষ পূর্ব্বদেহের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি স্তব্ধায়মান শব্দে ডাক্তারকে বলিতে লাগিলেন, "বিদেশীয়েরা এদেশের সব বিষয়ে গুরু হইয়াছে, অবশিষ্ট বাকী আছে এক ধর্ম্ম, তাহাতেও তাহারা হাত দিতে আসিতেছে, আর তোমরা অবনতমস্তকে বিদেশীয়কে গুরুর আসনে বসাইয়া, গুরু বলিয়া সম্মান করিতেছ। এই পুণ্য ভারতভূমিতে মহাপুরুষগণ কি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া-

ছেন যে বিদেশ থেকে গুরু আনাইয়া লইতে হইবে? ইহা কি গৌরবের না হীনতার কথা? আমি এখানে অভিনন্দন দিতে বা কোন প্রকার গোলমাল করিতে সকলকে বারণ করিয়াছি। শরীর অসুস্থ, নিরিবিলি থাকিব, সেই জন্যই চুপচাপ করে বসে আছি।" ক্রমেই তাঁহার স্বর আরও গম্ভীর হইতে লাগিল, মুখে ওজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, আরক্তিম বিস্ফারিত নেত্রে ডাক্তারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থির দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যদি ইচ্ছা করি তাহলে এই রাত্রেই বেসাণ্ট ও সমগ্র কাশীবাসিরা এই চরণতলে আসিয়া পড়িবে, অযথা শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয় সেজন্য তার কিছুই করি নাই।" ইতি পূর্ব্বে ডাক্তার বাবু কিঞ্চিৎ দ্বিধাভাবে (স্বামিজী যে অপর সকলের চেয়ে অধিক উন্নত নন এই ভাবিয়া) একটু আপ্যায়িত স্বরে বলিয়াছিলেন, "তাইত মহাশয়, বেসাণ্ট আপনার সহিত দেখা করিতে আসিল না!" ডাক্তারের আপ্যায়িত ভাব দেখিয়া স্বামিজী মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাহাকে আত্মশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন।

তৎশ্রবণে ডাক্তার স্তম্ভিত ও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং শীঘ্রই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে থাকেন, সাধারণ লোকের চেয়েও নিম্ন ও হীন হইতে পারেন। বালক বা বুদ্ধিহীনের ন্যায় হইতে পারেন, শক্তিমত্তার কোন বিশেষ পরিচয় দেন না। দেখিলে অতি সাধারণ লোক এইটি মাত্র বোঝা যায়। কিন্তু যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে নরম, কোমল, স্নেহপূর্ণ মুখ

একেবারেই বিপরীত ভাবাপন্ন হয় ও দুষ্প্রেক্ষ্যবদন হইয়া উঠিতে পারেন।

একস্থানে বসিয়া ভাবান্তরবশতঃ স্বামিজীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুখভঙ্গি যে বহুবিধ হইত, ইহা তাহারই একটি নিদর্শন দেখিলাম। চিত্রে তাঁহার যে বহুবিধ ফটো আছে অনেকেরই ধারণা যে, ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার রূপ গৃহিত হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একই আসনে একই পরিচ্ছদে তিন চারি খানি ছবি লওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক ছবিটিই যে স্বতন্ত্র তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি ইচ্ছামত মুখের ও শরীরের গঠন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, এইটিই তাঁহার এক বিশেষ লক্ষণ ছিল।

আমরা হঠাৎ তাঁহার মুখভঙ্গির পরিবর্ত্তন ও দুষ্প্রেক্ষ্যবদন দেখিয়া ত্রস্ত, চমকিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম; ইতিপূর্ব্বে যাঁহাকে সাধারণ লোক বলিয়া দেখিতেছিলাম, যিনি সাধারণ লোকের মত নানাবিধ হাসি, তামাসা ঠাট্টা করিতেছিলেন, এবং যাঁহার সাধারণের সহিত বিশেষ পার্থক্য ছিল না হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলাম, "উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষাম্ আদিত্যইবতেজসা"। সূর্য্য যেমন পৃথিবী ও নানা গ্রহের তেজঃ দ্বারা আপনার প্রাধান্য সর্ব্বোপরি রাখেন সেইরূপ হঠাৎ তাঁহার দেহের ভিতর থেকে তেজঃ বাহির হইল।

অল্পক্ষণ পরে আমাদের হৃদয়ে হর্ষ ও ভীত এক সময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দেখিতেও অসমর্থ, না দেখিতেও

অসমর্থ। অদ্যাপিও সেই দৃশ্য মনে করিলে চিত্ত প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া উঠে, এবং পুনরায় তাহা দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছা হয়। অস্পষ্টভাবে কখন কখন যেন মনে দেখি, "ঐ যেন সেই পাগল আমার, দেখ্‌ছি যেন মুখখানি তার।"

ডাক্তারবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন এবং কথা পরিবর্ত্তন করিলেন। স্বামিজী আবার পুনরায় পূর্ব্বতন শান্ত সন্ন্যাসী হইয়া রহিলেন, যেন কোন কথাই হয় নাই, পূর্ব্ব বিষয় যেন কেহ কখন শুনে নাই। আমরাও একটু যেন আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যেন এক স্বপ্নাবস্থায়, একমুহূর্ত্তের মধ্যে এক প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল। যদিও বর্ণবিন্যাস বা শব্দাদি বিশেষ স্মরণ নাই কিন্তু ভাবভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, দুষ্প্রেক্ষ্যবদন ও আরক্তিম নয়ন এরূপ দৃঢ়চিত্র আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে যে ইহা জীবনে আর বিস্মৃত হইব না। যখনই সেই বিষয় মনে করি তখনই ধমনীতে আমার শোণিত উষ্ণভাব ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। ইহাকেই বলে মর্ম্মস্পর্শী, অশরীরী বাণী।

খ্যাতনামা কেল্‌কার এই সময় ৺কাশীধামে ছিলেন। একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামিজীকে দেখিতে আসিলেন। শরীর অসুস্থ এই জন্য স্বামিজী পর্য্যঙ্কের উপর শায়িত ছিলেন। কেল্‌কার বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থিত আস্তরণে উপবেশন করিলেন, এবং গুরু বা মহাপুরুষের নিকট সসম্ভ্রমে যেমন যাওয়া প্রথা তদ্রূপ নম্র ও বিনয়পূর্ণ ভাবে করজোড় করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কথাবার্ত্তা ইংরাজিতে হইতে লাগিল। আমরা দূরে বসিয়াছি। প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পাইলাম না এবং বয়স অল্প বশতঃ বিদেশীয় ভাষার সকল কথা বোধগম্য হইল না। কিন্তু আকার ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গিতে যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতেছি। স্বামিজী প্রথম শুইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে ছিলেন। ক্রমেই ভাবরাশি ঘনীভুত হইতে লাগিল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। শরীর দুর্ব্বল থাকিলেও তিনি হঠাৎ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং কথাবার্ত্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দৃঢ়ভাবে কহিতে লাগিলেন। ক্রমে অধিকতর ভাবরাশি আসিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলেন। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, ওষ্ঠ কুঞ্চিত, কম্পমান ও দাঢ্যরূপ ধারণ করিল। ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত তবু প্রশস্ত; নাসিকা হর্ষ বা অবজ্ঞাব্যঞ্জক লম্ববান ও কুঞ্চনভাব ধারণ করিল। মুখ আরক্তিম হইল।

শব্দ ক্রমে মধুর ও শ্লথ অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব ধারণ করিল। ক্রমিক তাঁহার সুষুপ্ত তেজস্বীভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। রুগ্ন, অসুস্থ ও কাতর ব্যক্তি যিনি শুইয়া ছিলেন এবং শোকার্ত্ত ও মৃদুভাবে যিনি ইতিপূর্ব্বে বাক্যালাপ করিতেছিলেন সেই ব্যক্তি, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই সকল ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল। এবং তৎস্থানে মহাতেজস্বীভাব, সুস্থ শরীর ও তেজস্বীবাণী আসিয়া প্রকাশ পাইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র বর্ণ উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেত্রের দৃষ্টি।

ভাবাবেশে দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে আমরা স্বামিজীকে বহুবার দেখিয়াছি, এই জন্য আমাদের নিকট ইহা তত নূতন ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রথম বা দ্বিতীয় বারের ভাবাবস্থা দেখিয়াছেন, তাহারা চমকিত ও ত্রস্ত হইয়াছেন। কেল্‌কার মহাশয় স্বামিজীকে এরূপ সহসা দেহ পরিবর্ত্তন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধারণ করিতে দেখিয়া বিমোহিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্মণা হইয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মুখভঙ্গীতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বামিজীর অন্তর্নিহিত শক্তি যেরূপ ঊর্দ্ধ মাত্রায় উঠিতে লাগিল, কেল্‌কার মহাশয়েরও শক্তি তদ্রূপ ন্যূন হইতে লাগিল। যেন "নিষ্প্রভ প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী" অর্থাৎ উষার পূর্ব্বে চন্দ্র যেরূপ হীনজ্যোতি হইয়া যায়, কেল্‌কার মহাশয়ও তদ্রূপ হইলেন।

স্বামিজী ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিষয় নানাকথা কহিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথা হইল। স্বামিজী ক্রমে ব্যথিত বিমনায়মান, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুতে বিষাদ, শোক, দয়া এবং সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কখন খেদুক্তি করিয়া কখন বা ম্রিয়মাণ ভাবে কখন বা ক্রোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভারতবাসীদের এরূপ হীন অবস্থায়, এরূপ দৈন্য অবস্থায় আর বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিবার কি আবশ্যক ? পলকে পলকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অনাহার লাঞ্ছনা, ক্লেশ দিবারাত্র অনুভব করিতেছে, কেবল জীবনমাত্র সংরক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে, প্রজ্জ্বলিত নরকানলে

দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছে, মৃত্যু ইহার চেয়েও যে ঢের ভাল ছিল।" তিনি এইভাবে শোকার্ত্ত ও সন্তপ্তহৃদয়ে ভারতবাসীদিগের দুঃখের বিষয় কহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সকরুণ দেশপ্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এরূপ অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে ইহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য খেদুক্তি, তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট, কিসে সকলের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা সুখে থাকিতে পারে ও একমুটো গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিসে তাহাদের দুঃখ তিরোহিত হয় সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে শোক ও প্রেমের উৎস দ্রুতবেগে উঠিতে লাগিল। এরূপ প্রেমিকতা ও জনহিতৈষিতা আমরা অপর কোন ব্যক্তির নিকট দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

তাহার পর তিনি কেল্‌কারের সহিত রাজনৈতিক বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। শুষ্ক বৈদেশিক রাজনীতিতে এ দেশের কোন উপকার হইবে না, এবং অনুকরণেও যে কোন ফল হইবে না কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত পূর্ব্বতন প্রথা রাখিয়া চলিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এইটি তিনি কেল্‌কারকে বিশেষ ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বামিজী কেল্‌কার মহাশয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই নানারকম উন্নতিই হচ্ছে এক মাত্র ভারতবর্ষের পন্থা। কিন্তু ধর্ম্মবিচ্যুত রাজনীতি বা অন্য কোন প্রকার সামাজিক আন্দোলন ভারতবর্ষে কোন কার্য্যদায়ক হইবে না" এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার

মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরামাঝে
উত্তাল তরঙ্গরাশি আসিছে জগত,
হাহাকার সদা ওঠে রোল,
মর্ম্মভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে
নাহিক নিস্তার ;
কে আছ মানব নিবার তরঙ্গরাশি।

স্বামিজী যখন উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে দীনহীনের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে সমস্ত ভারতবাসীদের দুঃখ কষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন। আতুর, দরিদ্র ও নিরাশ্রয় ঔষধ পথ্য ও আহার ব্যতীত নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি আমেরিকা যাইয়া এ বিষয় বিস্মৃত হন নাই। বহু পত্রে ও বক্তৃতায় তিনি এ সকল বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে সেই পূর্ব্বাবস্থা ও পূর্ব্বভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কেবল মাত্র অধিকতর কষ্টকর বলিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার মন দুঃখী, দরিদ্র ও ক্লিষ্টের নিমিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিত। আনন্দের ভিতর শোক, হর্ষের ভিতর বিষাদ সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে পরিলক্ষিত হইত। কি উপায়ে এই দুঃখ-রাশির প্রতিকার করা যাইবে এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইয়া

থাকিতেন। শোকে তাঁহার হৃদয় উথলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত।

বহুকাল হইতে মহাপুরুষেরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং স্ব স্ব কালোপযোগী প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। যদিও সকল মহাপুরুষের ভাবরাশির মর্ম্ম একই হইয়া থাকে তথাপি কার্য্যদক্ষতা, সময়োপযোগীতা ও কার্য্যপ্রণালী পৃথক্ হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" এই ভাব লইয়া ভিক্ষুগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। সরল ভাষায়, "জীবে দয়া এইমাত্র জানি।" প্রত্যেক জীবকে দয়া করিবে। "পানাতিপাতাবেরমণি শিক্ষাপদম্ সমাদিয়ামি।" প্রাণীবধ হইতে বিরত হইলাম! আমি এই প্রতিজ্ঞা, এই শিক্ষাগ্রহণ করিলাম। ইহাই বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলার প্রথম মন্ত্র, এবং আর চারিটি শীলাও তদ্রূপ।

এই শান্তিভাব অবলম্বন করিয়া, এই অহিংসাভাব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর এই মন্ত্রটী প্রথম সোপান। সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাবরাশি, প্রক্রিয়া, উন্নতি, স্থিতি ও ধ্বংস এই মন্ত্রটীর উপর নির্ভর করিতেছে। 'অনৃসংশ স্বভাব' এইটীই হইল বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

ভগবান ঈশা কোন একজন লোককে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়া ভাল বাসিবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার জানিবে।" তাঁহার সময় সমাজেতে ইহাই পর্য্যাপ্ত

হইয়াছিল। আধুনিক খৃষ্টীয় মতাবলম্বীরা এই ভাবটী গ্রহণ করুন আর নাই করুন কিন্তু ইহাই যে ভগবান ঈশার উক্তি এবং এই ভাবটীই জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং নানা উপাখ্যান দ্বারা জন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁহার সময়োপযোগী ভাবরাশি একটী শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি।" জীবকে দয়া করিবে এবং ভগবানের নামে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিবে। যদিও এই সকল ভাব অতি উচ্চ ও তখন বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে তন্নিহিত শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। মন্ত্রটী কেবল শব্দ মাত্র হইয়াছে,-"প্রাণহীন শব্দে পরিণত।"

স্বামিজী মহাশক্তিমান পুরুষ; একদিকে তাঁহার যেমন সিংহ গর্জ্জন, ওজস্বীভাব ও দুর্দ্দমনীয় বিক্রম, কোন বাধা বিপদ কিছুই মানিতেন না, প্রত্যেক অন্তরায়ের মূলোৎপাটন করিয়া নূতন পন্থা স্থাপন করিতেন, অপরদিকে আবার তাঁহার হৃদয় তেমনি কোমল ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "দোহন কালে দুগ্ধে যে বুদ্বুদ উঠে তাহাও অতি কঠিন, তাহাতেও অঙ্গুলি কাটিয়া যাইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব কিন্তু রাধিকার যে প্রেমোচ্ছ্বাস তাহা দুগ্ধ বুদ্বুদ্ অপেক্ষাও কোমল হইয়া পড়িত।" আর সে ব্যক্তি নয়, আর সে ভাব নয়। শোকার্ত্তের সহিত শোকার্ত্ত হইতেন, ক্লিষ্টের সহিত ক্লিষ্ট হইতেন।

দার্জ্জিলিং অবস্থান কালে একদিন তিনি প্রাতে

বায়ুসেবনার্থে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শরীর সুস্থ। প্রাতে কিঞ্চিৎ জলযোগও করিয়াছেন, এবং হর্ষিত মনে দুই তিনটী লোক সঙ্গে লইয়া গিরি সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ধীরপদ-সঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভুটিয়া স্ত্রীলোককে পৃষ্ঠদেশে গুরুভার বহন করিয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ তাহার পায়ে হোঁচট্ লাগাতে পৃষ্ঠস্থিত ভার পড়িয়া গেল এবং তাহার পাঁজরায় আঘাত লাগিল। স্বামিজী দূরে ছিলেন, অনিমেষ নেত্রে তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর পদ-বিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। মুখের ভাব স্থির হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড ব্যথা লেগেছে, আর যেতে পাচ্ছি না।" পার্শ্বস্থিত বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে?" তিনি তাঁহার পার্শ্বদেশ দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে, দেখিস্ নি ঐ স্ত্রী-লোকটীর লেগেছে"। বালকেরা অল্পবয়স্কবশতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না, ভাবিল এ আবার কি ঢং,—এক গাঁয়ে ঢেকি পড়ে আর এক গাঁয়ে মাথাব্যথা।" স্বামিজীর মুখের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হইল যে কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে গমন করিল। বহুকাল পরে যখন সেই বালকেরা বয়স্ক হইল এবং প্রবীণতা লাভ করিল তখন তাহারা এই ব্যাপারটীর ভাব বুঝিতে পারিল।

মহাপুরুষের একটি প্রধান লক্ষণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে "A great man is one who can transfigure

himself into various forms" মহাপুরুষেরাই কেবল আগন্তুক ব্যক্তির চিন্তানুযায়ী নিজের দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনায়ন করিতে পারেন। ইংরাজীতে যাহাকে "Sympathy" বা সহানুভূতি বলে ইহা তাহা নহে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনীয় ভাব। আগন্তুক ব্যক্তি, শোকার্ত্ত, ক্লিষ্ট, পণ্ডিত, জ্ঞানী বা অপর কোন ভাবাপন্ন হইলে মহাপুরুষেরাও আপনার ভিতর হইতে তদ্রূপিণী শক্তি বিকাশ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির অনুরূপ হ'ন; এবং অনতিবিলম্বে আগন্তুক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেন যে ইহার পশ্চাতে বহু উচ্চ স্থান আছে এবং এই পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। সাধারণলোক ভাবরাশির কেবল মাত্র বর্ণবিন্যাস জানে। কিন্তু মহাপুরুষেরা সেই ভাবের যে প্রত্যক্ষ রূপ আছে, অবয়ব আছে, অধিষ্ঠান বা ভঙ্গি আছে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। তাঁহাদের দেহের ভিতর সেই ভাবটি প্রতিবিম্বিত হয়। পূর্ব্বতন ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া নূতন ব্যক্তি উদ্ভূত হয় এবং ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়। মহাপুরুষ যেন গম্ভীর ভাবে বলেন, "দেহ মন এবং ভাব সবই এক। পরস্পর সকলই ব্রহ্মে যাইবার সোপান।" এই নিমিত্ত স্বামিজী বলিতেন, "দেখিলে পরের মুখ, দেখি আপনার মুখ।"

অপর একটী উক্তি আছে; "A great man is the outcome of revolution, fulfils the revolution and is the father of future ages।" মহা বিপ্লব হইতেই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান। বিপ্লবকেই তিনি পূর্ণমাত্রায়

লইয়া যান্ এবং ভবিষ্য যুগের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকেন। পূর্ব্বযুগের ভাব, আচার পদ্ধতি যতদূর রাখা আবশ্যক মহাপুরুষেরা তাহাই রাখেন এবং যতটা বর্ত্তমান যুগে অপ্রয়োজনীয় বা অন্তরায়রূপে লক্ষিত হয়, কেবল মাত্র সেই অংশটুকুই পরিবর্ত্তিত করিয়া পরিত্যক্ত অংশ নিজের ভাবরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ইহা হইতেই পরবর্ত্তীকাল, স্রোতস্বতীর ন্যায় মৃদুগতি হইতে হিল্লোল কল্লোলে পরিণত হয়, পরিশেষে মহাশব্দায়মান মহাসমুদ্ররূপ ধারণ করে। এইটী পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহাপুরুষের অপর একটী লক্ষণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামি-বিবেকানন্দজীর ভিতর এই দুইটি লক্ষণ একীভূত ও সহজরূপে প্রতীয়মান হয়। কোন্ ভাবটীর কখন প্রাধান্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কখন বা প্রথম লক্ষণটী ঘনীভূত হইতেছে কখনও বা ভাব যখন ভাবমুখী ও ওজস্বিভাব ধারণ করে তখন দ্বিতীয় ভাবটি প্রকাশ পায়।

স্বামিজী এই যুগের পথ প্রদর্শকরূপ এই নূতন মতটী সৃষ্টি করিলেন, "নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা।" "দরিদ্র নারায়ণ"—বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।" স্বামিজী যে কয়েকটি নূতন ভাব জগৎকে দিয়াছেন তাহার মধ্যে এইটিই অন্যতম, হয়ত এইটি নূতন। জীবে দয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। দয়া শব্দ উচ্চ নীচ ভাব আনয়ন করে এবং আশ্রিত ও করুণাপ্রার্থী এরূপ ভাব পায়। স্বামিজী নূতন ভাব প্রকাশ করিলেন, দীন হীনকে শিব জ্ঞানে পূজা করা। ইহাতেই জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,

"হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, চোর নারায়ণ।" স্বামিজী সেই ভাবটী স্পষ্ট করিয়া, সাধারণের উপযোগী করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের পূজা ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, বাণিজ্য-ব্যবসা-সংস্কার ও জাতির ভিতর পরস্পর সখ্যভাব স্থাপন করা—এইরূপ বহুপ্রকার সংস্কারের ভাব লইয়া নানা ব্যক্তি চিন্তা করিতেছেন; কার্য্যে ও সমস্ত ভাবগুলিই সত্য এবং খণ্ড খণ্ড রূপে প্রত্যেকটী ফলদায়ক। স্বামিজী কিন্তু একটী শব্দ দ্বারা সব ভাবগুলিই কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। যত প্রকার সংস্কার আছে, সেবা ভাব বা শিব জ্ঞানে জীব সেবা সকলই ইহার ভিতর আসিয়া যায়, ছুঁতমার্গ তিরোহিত হয়, সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়। প্রাণ উদার হইলে, সকলের ভিতর সেই এক ব্রহ্ম দেখিলে, সকলের ভিতর এক শিব দেখিলে, কেইবা না প্রাণ খুলিয়া পূজা করিবে?

এই সেবা ভাব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া যায়। শিবের সেবা, নারায়ণের সেবা যে অহোরাত্র করিতেছে, সকল-জীবের ভিতর যে এক শিব এক নারায়ণ দেখিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান তাহার করতল-আমলকবৎ, চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সাধনের উচ্চাঙ্গ সকল প্রতিফলিত হয়।

পূর্ব্বকালে ইষ্ট আর পূর্ত্ত দুইটা শব্দের প্রচলন ছিল। ইষ্ট অর্থে ঈশ্বরলাভার্থ প্রয়াস, বেদপাঠ হোম যজ্ঞাদি আর পূর্ত্ত অর্থে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ পান্থশালা স্থাপন ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। স্বামিজী এই ভাবটী পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন ইষ্টই

পূর্ত্ত এবং পূর্ত্তই ইষ্ট। ধর্ম্মই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মেতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং কর্ম্মেতেই মুক্তি। তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "ভারতে ধর্ম্ম আছে, ভারতে ভক্তি আছে কিন্তু প্রাণহীন। ইহাতে প্রাণ সঞ্চার করা আবশ্যক। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে দেখান চাই। প্রত্যেক কর্ম্মই ধর্ম্ম। প্রত্যেক সেবাই নারায়ণ সেবা এই বীজমন্ত্র তিনি প্রণয়ন করিলেন। এস্থানে একটী উপাখ্যান বলিলে অসংগত হইবে না। জনৈক মহাপুরুষ এক সময় প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটী পোষা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিয়া সেই মহাপুরুষের মস্তকে এবং স্কন্ধে বিচরণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সে উড়িয়া বৃক্ষে বসিল। আবার মহাপুরুষের স্কন্ধে আসিয়া বসিল। এইরূপে সেই পক্ষী নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই মহাত্মা তাহার ঐ ক্রিয়া দেখিয়া চক্ষু স্থির, নিমীলিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন—যেন কি ভাবিতেছেন। অনেক পরিমাণে বাহ্যজ্ঞান হ্রাস হইয়াছে। মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ, যেন কোন নূতন বস্তু দেখিতেছেন ও উপলব্ধি করিতেছেন। সহসা তিনি জনৈকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, টিয়া পাখীকে খাওয়ান, গরুর জাব কাটা, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা, কুটনো কোটা, বাসন মাজা, ঠাকুর ঘরের মেঝে পোঁছা, ঠাকুর পূজা করা আর জপ ধ্যান করা সবই দেখছি ভাই এক। সব এক—এক! —এক!—এক! কোনটা বড় কোনটা ছোট নয়। তাই আমি অবাক হয়ে এই বৃষ্টির মাঝে জ্বরগায়ে বসে আছি। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি দেখছি আমি নিজেই বুঝতে

পারছি না।" ইহাকেই বলে কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান সবই এক। ইহাকেই বলে কর্ম্ম থেকে ব্রহ্ম দর্শন।

এই তেজস্বি মহাভাবের কাছে অপর সকল ভাব হীনপ্রভ হইয়া যায়। প্রাণের ভিতর ব্রহ্ম শক্তি জাগরিত হইলে, হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া প্রাণ যেন সকল জীবের প্রতি তরঙ্গায়মান হইয়া প্রবাহিত হয়। এই নিমিত্ত স্বামিজী বারংবার বলিতেন, "প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি"। যে প্রাণ থেকে ভালবাসিতে জানে, নিঃস্বার্থ হইয়া অপরকে সেবা ও ভালবাসিতে পারে ব্রহ্মজ্ঞান ত তার অচিরাৎ হইবে।

লীলা দেখিলে, লীলা অনুভব করিলে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ তাহার উপলব্ধি হয়। নিত্যের জন্য আর কোন প্রয়াস করিতে হয় না। এই সেবাভাব সকল মানুষকে এক করিতে পারে। বর্ণাশ্রমের ক্ষুদ্র পরিধির বহু উচ্চে, রাজনৈতিকের বহু উচ্চে, সমাজ সংস্কার আপনা আপনি হইয়া যায়। এইজন্য স্বামিজী পুনঃপুনঃ বলিতেন, "সেবাধর্ম্মই এ যুগের প্রধান সহায়।" দেশের জড়তা নাশ করিতে গেলে, সঞ্জীবতা আনিতে গেলে, দেবভাব জাগ্রত করিতে হইলে সেবাধর্ম্মই [illegible] সহায়ক। "উত্তাল তরঙ্গ রাশি গ্রাসিছে জগৎ, [illegible] উঠে রোল, মর্ম্মভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে নাহিক [illegible] গাছ মানব নিবার তরঙ্গ রাশি।" স্বামিজী ভারতের [illegible] আহ্বান করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলি[illegible] মানব নিবার তরঙ্গ রাশি?"

ভাব প্রবণ হওয়া, বহুভাষী [illegible] এবং নিরর্থক তর্ক করিয়া

সময় নষ্ট করা এতদ্ জাতির প্রধান লক্ষণ। কার্য্যকারিতা, সংঘটন শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। সেবাকার্য্য করিতে যাইলে কার্য্য তৎপরতা ও সংঘটন শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সংঘটন শক্তিই জাতি গঠন করিয়া থাকে, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম উদ্ভূত করিয়া দেয়। দেবভাব উদ্ভূত না হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব আসে না এবং জাতির জাতীয়ত্ব হয় না। দেবভাব অপরকে দেখাইতে গেলে শক্তি প্রকাশমুখিন্ করিতে হয়, ক্রিয়া তাহার প্রধান অবলম্বনীয় এবং সেবা ভিন্ন ক্রিয়া হওয়া সুকঠিন। এইজন্য স্বামিজী কেবলই বলিতেন, "জীব-সেবা এই যুগের প্রধান সহায়। নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিবে, শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা দিবে এবং সুষুপ্ত দেবভাব তাহাদিগের ভিতর জাগ্রত করিয়া দিবে। ইহাই হচ্ছে দেশের কল্যাণকর পন্থা!" ভগবান্ ঈশাও বলিয়াছিলেন, "যিনি সকলের সেবক (minister) তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন।" স্বামিজী নানাস্থানে এই বাণী পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, "আমি ব্রহ্মেতে লীন,—ব্রহ্ম আমাতে লীন কর্ম্মই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই ব্রহ্ম পাওয়া যায়।"

স্বামিজী ৺কাশীধামে আসিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে চারু বাবু প্রমুখ আমরা একটী সমিতি গঠন করিয়াছিলাম। ঠাকুর ও স্বামিজীর গ্রন্থাদি পাঠ, তদ্বিষয় আলোচনা ও কর্ম্মযোগের উপর বিশেষ মন রাখিয়া কিরূপে কার্য্য চালাইতে পারা যায় এ বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতাম। আমরা কয়েকটী যুবক

মিলিত হইয়া ধ্যান, ভজন, সৎচেষ্টা, সৎপ্রসঙ্গ এবং সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। ক্রমে কাশীর ভদ্রোমহোদয়গণ আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কাযটী অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। আমরা ইহার নাম রাখিয়াছিলাম, "দরিদ্র প্রতিকার সমিতি।"

দুই বৎসর কাল স্বামিজীর ভাব লইয়া আমরা কার্য্যারম্ভ করি এবং তৃতীয় বৎসরে স্বামিজীর ভাব বিশেষতঃ কর্ম্মযোগের ভাব কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা "দরিদ্র নারায়ণ সেবা-সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিলাম, এবং অল্পে অল্পে কার্য্যও আরম্ভ হইল। সমিতির কার্য্যারম্ভের এক বৎসর পরে স্বামিজী ৺কাশীধামে আগমন করেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পদানুজ বলিয়া গ্রহণ করেন।

স্বামিজী এই সময়ে চারু বাবুর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া জীবসেবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ উপদেশ দেন। স্বামিজী ভূয়োভূয়োঃ বলেন,—"গরীবের একটী পয়সা নিজের গায়ের রক্ত বলে জান্‌বি, আর তোরা কি দরিদ্র প্রতিকার সমিতি কর্‌বি? False Colourএ march করিস্ না। এর নাম ঠাকুরের নামে Ramkrishna Home of Service রাখ। Missionএর হাতে এটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দে।" আমরাও সেই সময়ে তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলাম।

এইরূপে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামিজী কৃপা করিয়া চারু বাবু ও আমাদের কয়েকটীর ভিতর যে শক্তি

সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আরও কত বড় যে হইবে তার কোন ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় সেবাশ্রম ও তাহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আমি নিভৃতে একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করি। আমি পূর্ব্বে স্বামিজীর দেহরূপ দেখিয়াছি, সেই চেহারা, সেই মূর্ত্তি, সেই অবয়ব আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু এ নব অবয়ব ত কখন দেখি নাই? গৃহ, উদ্যান, চিকিৎসালয়, রোগীগণ; ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীগণ ত্বরিতপদে রোগীদিগের নিকট ঔষধ পথ্য লইয়া গতায়াত করিতেছেন,—সবটাই ত স্বামিজীর আর এক রূপ! কোন্‌টা যে স্বামিজীর আসল রূপ তাহা বুঝিতে পারি না। অস্থি মাংসের ভিতর যে স্বামিজী ছিলেন তাহার পরিধি অল্প ছিল কিন্তু অস্থি মাংস বিহীন স্বামিজী বিশাল মহান্, তাহার আমি কিছু সীমা করিতে পারি না। তাই নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া বিরলে বসিয়া থাকি—"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" স্বামিজীর দেহ হইতে চিন্তারাশি, ভাবরাশি এখন এই গৃহাদি, রোগী, ঔষধ, পথ্য এবং লোক সেব্যরূপে পরিণত হইয়াছে। "সূক্ষ্ম, স্থূল প্রসবিনী, স্থূল পুনঃ সূক্ষ্মেতে মিশায়।" ব্রহ্মই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই ব্রহ্ম।

জনৈক বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জমিদার ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, জীবনের শেষাংশ অবিমুক্ত ক্ষেত্র ৺কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং সাধন মার্গেও খুব উন্নত হইয়াছিলেন। বিভবশালী ব্যক্তি, পণ্ডিত ও অপর সাধারণকে দান করিতেন, কিন্তু নিজে কখনও প্রতিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার মন উদার এবং দয়ার ভাবও বেশ ছিল।

প্রথম হইতে তাঁহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। "দরিদ্র প্রতিকার সমিতি" গঠন হওয়া অবধি তিনি ইহার একজন সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া এই সমিতির পর্য্যবেক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য করিতেন। পণ্ডিত শিবানন্দ যদিও পূর্ব্বকালীন প্রথানুযায়ী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেবা কার্য্য বা আর্ত্তের যাহাতে কোন প্রকার উপকার হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি বা অনুমোদন ছিল।

"রামকৃষ্ণ পুঁথি" পাঠ করিয়া পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ জন্মায়। স্বয়ং সাধক, এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপ্রণালী ও কঠোর তপস্যা তাঁহার হৃদয়কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পণ্ডিতজী শক্তি উপাসক ছিলেন এবং ভক্তিমার্গের লোক এই জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি উপাসনা তাঁহার এত প্রীতিকর হইয়াছিল। উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি পাঠ করিতেন এবং জ্ঞানমার্গের বিষয়ও জানিতেন, কিন্তু ভক্তির ভাবটী তাঁহার ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ ইংরাজি জানিতেন না। তিনি স্বামিজীর ইংরাজি গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ ভাব গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতেই তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি

নানা শাস্ত্র বিষয় আলোচনা করিয়া স্বামিজীর মত সমর্থন করিতেন।

"আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি তোমারি গান,
সঁপেছি তাহাতে প্রাণ,
বিদেশী বঁধু।"

এইরূপে স্বামিজীর প্রতি তাঁহার অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

পণ্ডিতজী প্রেমিক-ভক্ত। তাঁহার মন যেন বলিতে লাগিল, "প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বাহিরে যাইব না, স্বামিজী কলিকাতায় থাকেন, তিনি কি একবার ৺কাশীধামে আসিবেন না?"

"আমি তারে চোখের দেখা
দেখে আসি,
আমি ত অবলা নারী
না পারি যাইতে,
সে কি কভু একবার
পারে না আসিতে
সই! সই! কারে কই,
তাঁরে আমি ভালবাসি,
আমি তারে চোখের দেখা
দেখে আসি।"

স্বামিজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৺কাশীধামে আগমন

করিলে, পণ্ডিত শিবানন্দজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানে ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। স্বামিজীকে দেখিয়া পণ্ডিত শিবানন্দের প্রাণ যেন উথলিত হইয়া উঠিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে যাইতেন এবং স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিলেন। কখনও বা তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগের কথা, কঠোর সাধনার কথা, গভীর সমাধির কথা, ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা হইত। ভাবরাশি যেন স্বামিজীর দেহে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় স্বামিজী মুখে যে ভাবগুলি বর্ণনা করিতেছেন অনতিবিলম্বে সেই ভাবগুলি স্বামিজীর দেহে প্রস্ফুটিত ও প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। একই দুই! দুইই এক! পণ্ডিত শিবানন্দের ভাব ও শ্রদ্ধা আরও দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন নাই কিন্তু পক্ষান্তরে স্বামিজীর দেহের উপরেই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

কখনও বা পণ্ডিত শিবানন্দের সহিত স্বামিজীর শাস্ত্রাদি আলোচনা হইতেছে। কখনও বা কর্ম্ম ও সেবাই যে এক্ষণে দেশের একমাত্র কল্যাণকর এই বিষয়টি তিনি হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। এরূপ ওজস্বিভাবে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যেন ভাবগুলি তাঁহার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে এবং তাঁহার দ্বারা কাশীস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই ভাবটি প্রচলিত ও সন্নিবেশিত হয়। পণ্ডিতজী স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, সময় সময় নানা প্রকার কৌতুক রহস্য ও

আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। কোন প্রকার সংকোচভাব তাঁহার নাই। পণ্ডিতজী যেন বলিতেছেন,—

'মনের মানুষ হয় যে জনা,
নয়নে তারে যায়গো জানা,
তারা দু'একজনা,
তারা রসে ভাসে রসে ডোবে,
রসে করে আনাগোনা,
কালার কথা কইব কি সই
কইতে মানা।'

পণ্ডিত শিবানন্দ স্বামিজীর নামে সংস্কৃত ভাষায় একটী অভিনন্দন রচনা করিয়া কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া আনয়ন করেন। কিন্তু মনের আবেগে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইতেন। একদিন তিনি অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া স্বামিজীর আবাসে যাইতেছেন, আমি ও চারু বাবু তাঁহার শকটের এক পার্শ্বে বসিলাম, সকলেই স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাইতেছি। পণ্ডিতজীকে আমরা প্রশ্ন করিলাম, "পণ্ডিত মশাই আপনি স্বামিজীকে কি বলিয়া মনে করেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "স্বামিজীকে আমি প্রকৃত যোগী বলিয়া মনে করি সেই জন্য আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। তিনি যে বক্তৃতাদির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শক্তির সামান্য প্রকাশ মাত্র—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। তাঁহার সঞ্চিত শক্তি তাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে। বিকাশ দিয়া তাঁহাকে

বুঝিতে যাওয়া অসম্ভব, ব্যক্ত অংশ অল্পই হইয়াছে, অব্যক্ত বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। কি মহান্ পুরুষ তিনি, তাঁহার কূল কিনারা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না।”

পণ্ডিত শিবানন্দ সোৎসাহে হর্ষান্বিত হইয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে আমাদিগের ভিতর হর্ষ ও আনন্দ উচ্ছুলিত হইয়া উঠিল। আমরা কিছু বাক্ত করিতে পারিলাম না। স্থির হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলাম এবং আনন্দের আধিক্য হওয়ায় স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম। আমাদের আর বাক্ উচ্চারণের ক্ষমতা রহিল না। আমরা তিনজনে যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম সেই শকট স্বামিজীর আবাস অভিমুখে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি স্বামিজী, মহাপুরুষ, (স্বামী শিবানন্দ), স্বামী গোবিন্দানন্দ, জনৈক সাধু, ভূঙ্গার রাজার বাগান বাটীর দিকে এক গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। পণ্ডিতজী স্বামিজীকে পথে পাইয়া অতি আনন্দিত হইলেন এবং উভয়েই যান সংরোধ করিলেন। পণ্ডিতজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অভিনন্দন পত্রখানি স্বামিজীর হস্তে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। স্বামিজী লিখিত শ্লোক-গুলিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইলেন, এবং বিনীত ও নম্রভাবে কহিলেন, “পণ্ডিত মহাশয় এ কি করিয়াছেন! আমি সামান্য ব্যক্তি এরূপ উচ্চ ও বহুল প্রশংসা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সকলই তাঁর ইচ্ছায় হইয়াছে। তিনি জীবকে যা করান তাই হয়।” স্বামিজী কথাগুলি এরূপ বিনয়, নম্র ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে কহিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয়

তদ্‌শ্রবণে আরও আকৃষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রতিষ্ঠা, যশ, মান যে স্বামিজীর চিত্তকে স্পর্শ বা চঞ্চল করিতে পারে নাই ইহাই পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যক্ষ করিলেন। "প্রতিষ্ঠা শূকরি বিষ্ঠা" এই উক্তিটী পণ্ডিত মহাশয় আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তাহার পর শকটদ্বয় আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় যদিও অভিনন্দন পত্রখানি অর্পণ কালে মুখে কিছু কথা বলিলেন না কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে যেন একটী শ্লোক বাহির হইতে লাগিল, "তৎগুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ"। তদবধি পণ্ডিত মহাশয় স্বামিজীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে কাশীর বিদ্বৎসমাজেতে এবং প্রধান প্রধান অধ্যাপকের নিকট এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকটেও স্বামিজীর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এরূপ যোগৈশ্বর্য্য সাধারণ জীবেতে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র স্বয়ং শঙ্করেতেই এরূপ বিভূতি থাকা সম্ভব এবং স্বামিজী স্বয়ং শঙ্করাবতার। ক্রমে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয় তর্ক যুক্তিতে এবং স্বামিজীর জীবনী হইতে ঘটনা নিদর্শন করাইয়া পণ্ডিতসমাজে স্বামিজীকে মহাযোগী ও শঙ্করাবতার ইহা প্রতিপন্ন ও সকলকে অনুমোদন করাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রাচীনতম অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার সবিশেষ ছিল, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাধক, উদারচেতা ছিলেন কিন্তু স্বামিজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে

উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ৺কাশীধাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল সেই জন্য তিনি বলিতেন যে, স্বামিজী কৃপা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন।

আর একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া রামাপুরার সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমাকে কহিলেন, "দেখ গতকল্য রাত্রে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে," এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। আমি ঘটনাটী জানিতে কৌতূহলী হইয়া পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলিতে লাগিলেন এবং আমাকে আদেশ করিলেন যে, একথা কাহাকেও বলিবে না ইহা অতি গোপনে রাখিবে। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এখন গতায়ুঃ হইয়াছেন এবং স্বামিজীর দেহও এখন তিরোহিত হইয়াছে এজন্য এসকল কথা এখন ব্যক্ত করিলে কোন দোষ হইবে না এবং আদেশও লঙ্ঘন হইবে না, এই নিমিত্ত এ ঘটনাটী নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পণ্ডিত মহাশয় ভক্তি গদগদচিত্তে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। "পড়াশুনা করিয়া জ্ঞান ও ভক্তি যে চরমে একই স্থানে লইয়া যায়, ইহার বিষয় আমার সন্দেহ ছিল। কল্য রাত্রিতে স্বামিজী মহারাজের কৃপায় স্বপ্নে তাহার মীমাংসা হইয়াছে। গতরাত্রে যখন আমি মায়ের ধ্যানে বসিলাম তখন মায়ের মূর্ত্তির স্থানে কেবল স্বামিজীর মূর্ত্তি আসিতে লাগিল।

আমি বারংবার সেটীকে সরাইয়া আবার মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহা পারিলাম না। তখন তন্দ্রা আসিল ও অর্দ্ধ-নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। তারপর দেখিলাম যেন আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বামিজী মহারাজ ৺কাশীর যে স্থানে আছেন সেই স্থানে উপনীত হইলাম। তথায় দেখিলাম যেন স্বামিজী মহারাজ এক পর্য্যঙ্কের উপর শুইয়া আছেন এবং তাঁহাকে বেড়িয়া নিম্নে কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও দেখিলাম। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে গিয়া বসিলাম এবং সকলেই যেন ধ্যানস্থ হইলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে স্বামিজীর কৃপায় যেন জ্ঞানভূমি হইতে পুনরায় নামিয়া আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং স্বামিজীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে বেড়িয়া মহানন্দে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এরূপ করিতে করিতে আমার মন ভক্তি-ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম জ্ঞান ও ভক্তির চরমে লক্ষ্য স্থল এক—জ্ঞান ভক্তি দুইই এক স্থলে লইয়া যায়। তখন হইতে আমার সকল সন্দেহ চিরজীবনের জন্য ঘুচিয়া গেল। তদবধি পণ্ডিত মহাশয়ের আমাদের প্রতি স্নেহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল এবং সর্ব্বদাই আমাদিগকে ভোজন করাইতে ও স্বামিজীর বিষয় চর্চ্চা করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন।”

ভূঙ্গার রাজা লক্ষ্ণৌয়ের নিকট একজন বিশেষ বিভবশালী জমিদার ব্যক্তি। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে তিনি

জীবনের শেষাংশ ৺কাশীধামে অতিবাহিত করিবেন। পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধাম ছাড়িয়া এমন কি নিজের উদ্যান গৃহের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত গমন করিবেন না। নিজের উদ্যান বাটীতে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া দেহপাত করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া কাশীর দুর্গাবাটীর সন্নিকটস্থ ভূঙ্গা-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সাধক ও এক প্রকার সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বামিজী ৺কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি সোৎসুক হইলেন, এবং স্বামী গোবিন্দা-নন্দের সহিত নানাপ্রকার ফল মূল ইত্যাদি ভক্ষ্যবস্তু স্বামিজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দজী তথায় উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দানন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও শিবানন্দজীকে নমঃ নারায়ণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দানন্দজী ভূঙ্গার রাজার বিষয় কহিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে নিবেদন করিলেন যে, "ভূঙ্গার রাজা আপনার দর্শন পাইতে নিতান্ত ইচ্ছুক। কখন হইবে জানিতে পারিলে তিনি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আপনার সমীপে আসিতে প্রস্তুত।" স্বামিজী তৎশ্রবণে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "সেকি এরূপ করা উচিত নয়? প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না করাই বিধেয়। আমি স্বয়ংই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব, রাজাজীর এখানে আগমন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই।"

তৎপরদিবস বা তৎপর দিবসই ৩টার স্বামী গোবিন্দা-নন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর

সমভিব্যাহারে উদ্যান ভবনে গমন করিলেন। বাক্যালাপ যাহা হইয়াছিল তাহার মর্ম্মার্থ এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। রাজাজী কহিলেন, "বুদ্ধ শঙ্কর যে শ্রেণীর স্বামিজী আপনিও তৎশ্রেণীর"। এরূপ গভীর ভক্তি ও সম্মানসূচকভাবে স্বামিজীর সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রাদি ও কার্য্য প্রণালীরও উল্লেখ করিতে লাগিলেন। কারণ রাজাজী পূর্ব্বাবস্থায় একজন বিশেষ কর্ম্মী ছিলেন। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম ও সাধনার সহিত কর্ম্মের ভাবও তাঁহার বেশ ছিল। তিনি স্বামিজীকে অনুনয় করিলেন যে ৺কাশীধামেতে তিনি যেন সেবাকার্য ও অন্য প্রকার কার্য্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। অর্থব্যয় বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার গ্রহণ করিবেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ ছিল, এই নিমিত্ত কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন না। কেবল মাত্র কহিলেন —এখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহার পর শরীর সুস্থ হইলে কর্ম্মের প্রতি মনোযোগ করিবেন। এইরূপ নানাপ্রকার বাক্যালাপের পর স্বামিজী ও মহাপুরুষ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস ভূঙ্গার রাজার এক কর্ম্মচারী আসিয়া স্বামিজীকে একখানি বন্ধপত্র দিলেন, তাহা উম্মুক্ত করিলে ৫০০৲ শত টাকার একখানি চেক্ স্বামিজীর আতিথ্য সৎকারের জন্য লক্ষিত হইল এবং তৎ অন্তঃস্থিত পত্রেও তদ্রূপ উল্লেখ ছিল। স্বামিজী সান্নিকটস্থিত মহাপুরুষকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা লইয়া কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।"

এই অর্থ লইয়া মহাপুরুষ একটী উদ্যান ভাড়া করিয়া "রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন" করেন এবং পরে সেই উদ্যান ক্রয় করিয়া বর্ত্তমানে স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণ বেলা ৫ ঘটিকার সময় কালীদাস মিত্র মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। ৺প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়ের পুত্র এই জন্য তিনি অতিব হর্ষিত হইলেন। তাঁহার পিতার সহিত স্বামিজীর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং পরিব্রাজক অবস্থাতে স্বামিজী ও তাঁর গুরুভাইরা অনেক সময়ে মিত্রভবনে আশ্রয় লইতেন। পূর্ব্ব বন্ধুর পুত্র বলিয়া তাঁহার সমধিক আনন্দ হইল।

স্বামিজীর পরিধানে একখানি বহির্বাস। ফাল্গুন মাস, এই নিমিত্ত গায়ে একটী সোয়েটার এবং চরণযুগলে গরম মোজা। স্বামিজী মেজের উপর গালিচায় উপবেশন করিলেন। স্বামি শিবানন্দ, চারু বাবু, আমি এবং অপর সকলে সসম্ভ্রমে অদূরে বসিলাম এবং স্বামিজীর শ্রীমুখঃবিনিস্থত শব্দগুলি শ্রবণ করিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়স ১৯ কি ২০ বৎসর, অভিজ্ঞতা না থাকায় সকল কথা স্মরণ রাখিতে পারি নাই। যাহা স্মরণ আছে এবং হৃদয়মাঝে যে ভাব জাগরিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

স্বামিজী ও অপর শুদ্ধ-পুরুষদিগের ইহাই একটী লক্ষণ দেখিতাম যে, আগন্তুক ব্যক্তি সন্নিকটে আসিলে কোনপ্রকার প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে আগন্তুকের হৃদয়ের ভাব উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেন। লণ্ডনে বক্তৃতাকালে

একদিন সায়ংকালের বক্তৃতায় তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে কহিলেন, "যাহার যাহা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় লিখিয়া আপন আপন জেবের মধ্যে রাখিয়া দাও। প্রশ্নটী বলিবার কোন আবশ্যক নাই আমি সকলেরই উত্তর বলিয়া যাইতেছি।" সকলে তদ্রূপ করিলে স্বামিজী ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন প্রশ্নটা এই—বামদিকের একব্যক্তি উল্লসিত ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সতৃষ্ণনয়নে স্বামিজীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। পাছে লোকটী অপ্রতিভ হয় এইজন্য বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নটী এবং সেই ব্যক্তির গৃহ, গৃহস্থিত দ্রব্যাদি, গৃহাভ্যন্তরে কে কোথায় বসিয়া আছেন, এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া কে কি কথা বলিতেছেন স্বামিজী লেকচার গৃহে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন। ব্যক্তিটী আশ্চর্য্য ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কি অবাক্‌কাণ্ড! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কোথায়, কোন পাড়ায়, কোন গৃহের মধ্যে, কে কোথায় বসিয়া আছে, স্বামিজী তাহা স্পষ্ট দেখিতেছেন এবং সকলেরই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বলিতেছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয়টা বা আটটী ব্যক্তির মনোগত ভাব ও তাঁহাদের আবাসগৃহ এবং তাহাদের সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার সমস্তই বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দেরা সকলেই ভীত, ত্রস্ত ও অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই খৃষ্টান।

তাহারা ভাবিল ভারতবর্ষ হইতে এ কি এক সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। শুনিয়াছি যীশুর এরূপ শক্তি ছিল। এ আবার কি নূতন ব্যাপার চোখে দেখিতেছি। যিনি সেখানে

স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁহার নিকট শুনিয়া এই বিষয়টি এখানে লিখিতেছি।

সকলে একটু শান্ত হইলে স্বামিজী ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, মন উচ্চস্তরে উঠিলে মাংসপিণ্ডের অন্তরায় মনের গতি রোধ করিতে পারে না, দূরত্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না সব এক হইয়া যায়, ইহাকে বলে,—"দূরাৎ দর্শনম্, দূরাৎ শ্রবণম্, দূরাৎ ঘ্রাণম্।" সেই সময়ে রাজযোগের বক্তৃতা হইতেছিল। রাজযোগ সাধন করিলে লোকের এইরূপে অষ্টসিদ্ধি যে আপনিই আসিয়া যায় স্বামিজী সেইটী তাহাদিগকে বুঝাইলেন এবং বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, মানুষ যেন এইরূপ অষ্টসিদ্ধিতে মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। এই অষ্ট-সিদ্ধিকে ত্যাগ করা চাই। স্বামী সারদানন্দ তখন লণ্ডনে ছিলেন। একদিন তিনি ত্রস্ত ও ভীত হইয়া স্বামিজীর চরণযুগল ধরিয়া নানা বিষয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আজ্ঞামাত্র ইচ্ছাশক্তিতে ঐ ব্যক্তির দেড় বৎসরের ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বুঝিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত নরেন আর নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্বামিজীর এইরূপ বিভুতির বিষয় বহু উল্লেখ করিতে পারা যায় এবং এখনও অনেক ব্যক্তি জীবিত আছেন যাঁহারা এই সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

কালীদাস মিত্র চিত্র ও কলাবিদ্যা লইয়া চর্চ্চা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগও ছিল। মিত্র মহাশয় গৃহে

প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয়ের আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি যেন স্বামিজীর দেহকে স্পর্শ করিতে লাগিল। তৎসঙ্গে স্বামিজীর মুখভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ও ভাবরাশি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। স্বামিজী যেন একজন চিত্রকর, কলাবিদ্যা লইয়াই সর্ব্বদা চর্চ্চা করেন এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলেন। মিত্রের দিকে চাহিয়া তিনি চিত্র আলেখ্য এবং প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন, বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। চিত্রকর যেন শিল্পী সভায় গিয়া চিত্রের বিষয় লেক্‌চার দিতেছেন, এবং চিত্রই যেন তাঁহার একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু এবং তিনি যেন সমস্ত জীবনব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি; কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, বক্রভাবে বা অন্য ভাবে দাঁড়াইলে যে নানা রকম ভাবব্যঞ্জক হয় তদ্বিষয়ে তিনি বহুপ্রকার কহিতে লাগিলেন। আমরা বালক ও অল্পবুদ্ধিবশতঃ সমস্ত বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা যে এক চিত্রবিদ্যার আশ্চর্য্য বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

তাহারপর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের বৌদ্ধযুগের, মোগল পারস্য প্রভৃতি নানা সময়ের ও নানা দেশের চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। আমরা কেবলমাত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়টির বিশেষ কোন অনুধ্যান করিতে পারিলাম না। স্বামিজী একবার 'ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নিমন্ত্রিত

হইয়া দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গালয় ও এই চিত্র-শিল্পী তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বামিজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতে-ছিলেন। সহসা তাঁহার যবনিকার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে ইহা হঠাৎ তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। অভিনয় সমাপ্তে তিনি কার্য্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীও তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাঁহার নিকটে আসিলেন। কারণ স্বামিজী কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অভ্যাগত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামিজীকে বহুলোকে সম্মান করিত। এই নিমিত্ত কার্য্যাধ্যক্ষ এবং শিল্পী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে অংশটি স্বামিজী অপরিস্ফুট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন তাঁহারা তখন দেখিলেন যে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে প্রকৃতই দোষ আছে এবং স্বামিজী যে প্রকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাই সত্য। শিল্পী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন, এখন দেখিতেছি ইনি আবার চিত্রকলাতেও নিপুণ। আর একটি উদাহরণ এখানে বলিতেছি। এই ব্যাপারটি ইংলণ্ডে হইয়াছিল এবং তৎসময়ের লোক প্রমুখাৎ অবগত আছি। একদিন স্বামিজী মিস্ হেন্‌রিয়েটার মূলার ও আর দু'একজনের সহিত প্রফেসার ভেন্‌কে (Prof Vane) দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মিস্ মূলার ডাক্তার ভেনের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভেন "লজিকে"

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার পুস্তকখানির নাম Logic of Chance. এই ন্যায়শাস্ত্রে তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপের 'ন্যায়ের' প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাহা হউক স্বামিজীর সহিত ভেনের ন্যায়ের বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ভেনের মনে ধারণা ছিল স্বামিজী ধর্ম্মের উপদেশ দেন, দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুর কথা বলেও সব ত বাজে জিনিষ। তারপর যখন স্বামিজী ন্যায়ের কথা বলিতে লাগিলেন তখন ভেন দেখিলেন যে এই ব্যক্তি বোধ হয় তাঁহারই মতন সমস্ত জীবন ন্যায়-শাস্ত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন। আর ভারত হইতে একজন প্রধান নৈয়ায়িক আসিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকের সহিত দেখা করিয়া গেলেন।

পূর্ব্বকথিত চিত্র-প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে চিত্র শব্দের অর্থ—চিৎ+ত্রৈ+ড। চিৎ ধাতুর উত্তর ত্রৈ+ড। অর্থাৎ চিৎকে কি করে ত্রাণ বা অপরের সাম্‌নে বিকাশ করা যেতে পারে তাহাকে চিত্র কহে। স্বামিজী চিদাকাশে মনটী তুলিবা-মাত্রই চিত্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। চিত্রকলার যত প্রকার রহস্য আছে এবং যেখানে যে আলেখ্য তিনি একবার দর্শন করিয়াছেন সেই সমস্তই তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "কোন একটি জিনিষ দেখিলেই সেই জিনিষটি তাঁহার Sub-conscious region of the mindএ চলিয়া যায়। আবার শক্তি সঞ্চার করিলেই তাহা conscious

planeএ আসে।" তিনি আরও বলিতেন, "If I meditate on the brain of a Sankara I beeome a Sankara, if I meditate on the brain of a Buddha I become a Buddha." অর্থাৎ আমি যখন শঙ্করের ধ্যান করি তখন শঙ্কর হইয়া যাই, আবার যখন বুদ্ধের ধ্যান করি তখন বুদ্ধ হইয়া যাই। ভাবগুলির বিষয় আমি কখন চিন্তা করি নাই এবং তাহাদিগকে জানিও না। কিন্তু যখন ধ্যেয় বস্তুর সহিত একীভূত হই তখন প্রত্যক্ষ ভাবগুলি আমার সন্মুখে দণ্ডায়মান হয়, আমি তাহাদিগকে দেখি ও পাগলের মত কি এলো-মেলো বোকে যাই ; জানত, আমি আকাট মূর্খ বুদ্ধিহীন লোক ইত্যাদি। তিনি লণ্ডনের লেক্‌চারেও এইরূপ বলিতেন ও জীবনে দেখাইতেন।

স্বামিজীর চিত্রের উপর এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া আমরা সকলে আনন্দিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। এ আবার কেমন ব্যক্তি, কোথায় ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, জপ ধ্যানের কথা কহিবেন না কেবল ছবি ছবি আর চিত্র বিদ্যা।

অপর আর এক দিন অপরাহ্নে কালা দাস মিত্র মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। গায়ে একটি সোয়েটার ও পায়ে এক জোড়া গরম মোজা। তিনি সম্মুখস্থ তাকিয়ায় হস্তদ্বয় রাখিয়া বক্রভাবে বসিয়া আছেন ও অতি কষ্টে নিশ্বাস লইতেছেন। আমরা সকলে অতি দূরে গালিচার উপর বসিলাম। মিত্র মহাশয় প্রণাম করিলে স্বামিজী বলিলেন,—"শরীরটা ভগ্ন,

বড় কষ্ট পাইতেছি।” মিত্র মহাশয় অসুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—“কি ব্যায়রাম তা বলতে পারি না। প্যারিস ও আমেরিকায় অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তাঁহারা রোগ নির্ণয় করতে পারেনি এবং ব্যাধিরও প্রতীকার বা উপশম করতে পারে নি।” মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিজী, আপনি নাকি জাপান যাবেন।” প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, “জাপান গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ওকাকুড়া সেই জন্যই আসিয়াছেন। জাপানটী বেশ দেশ, তাহারা শিল্প-বিদ্যা দৈনন্দিন কার্য্যেতেও পরিণত করেছে। আমি আমেরিকা যাইবার কালীন জাপান দেখিয়া যাই। দেখিলাম গৃহগুলি বংশ-নির্ম্মিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্মুখে একটী করিয়া বাগান আছে, তাহাতে কিছু ফুলের গাছও আছে। ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাতটা খুব উন্নতি করিতেছে। ঠাকুরের কৃপায় যদি আমার জাপানে যাওয়া হয় আমি তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। জাপানীরা পাশ্চাত্য বিদ্যা খুব অধিকার করিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ কিন্তু ধর্ম্মের দিকে অনাস্থা, বেদান্ত ভাব কিছু তাহাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাদের খুব মঙ্গল হইবে।” মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাতে ভারতের কি উপকার হইবে?” স্বামিজী বলিলেন, “উভয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে উভয় জাতিরই মঙ্গল হইবে এবং তাহাতে উভয় জাতিই সমভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।”

জাপানের উন্নতির কথা কহিতে কহিতে স্বামিজীর মনে

ভারতের দুঃখ দৈন্যের কথা জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি শরীরের অসুস্থতা ও ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অতি দুঃখিত ভাবে ও করুণস্বরে ভারতের দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। ব্যথিত হইয়া মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। জাপানে ভারতীয় ভাব প্রবেশ করিলে জাপানের ভিতর ধর্ম্ম জাগিবে এই বলিতে বলিতে রামপ্রসাদী পদ মাঝে মাঝে গাহিতে লাগিলেন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। আমরা যেন রামপ্রসাদী পদেতে ভাবরাশিকে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে লাগিলাম, এবং স্বামিজীর ভাবান্তর দেখিয়া ও ভারতের দুঃখ কাহিনী স্মরণে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, স্বামিজীর স্বতন্ত্র মূর্ত্তি! স্বতন্ত্র ধাম! আমরা যেন দেখিতে লাগিলাম, "চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম্!"

পরক্ষণেই আবার জাপানের উন্নতির কথা কহিতে লাগিলেন। জাপান কিরূপ সামান্য, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-বর্ব্বর জাতি হইতে আত্মনির্ভর দ্বারা উন্নতিলাভ করিতেছে সেই বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে ফ্রান্সের বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের কথা উঠিল। সামান্য একজন সৈনিক আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় দ্বারা কি অদ্ভুত উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন তাহাই তিনি কহিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে পূর্ব্ব অবস্থার শোক, দুঃখ ও নিরুৎসাহের ভাব একেবারে তিরোহিত হইল। স্বামিজী আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্বামিজী তখন আর ভারতভূমে নাই দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি উল্লাসে ও তেজেতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, মুখ

সুদৃঢ়, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও খর তী করিতেছেন। এক একবার তিনি জানুদ্বয় তাকিয়ার উপর হইতে মেজেতে রাখিতেছেন আবার এক এক বার উর্দ্ধে উল্লম্ফন করিতেছেন। নেপোলিয়ানের কথা কহিতে কহিতে তিনি স্বয়ং নেপোলিয়ান হইয়া গিয়াছেন। জিনা (Jena) বা অষ্টারলিট্‌জের যুদ্ধ যেন নিজে পরিচালন করিতেছেন। উন্মত্তের ন্যায় গুল্ম ও চমূবাহিনীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছেন। প্রধাবন, সংঘর্ষণ, আক্রমণ করিতে গম্ভীরস্বরে উৎসাহিত করিতেছেন, শত্রুগণ বিধ্বস্ত ও বিত্রাষিত হইয়া পলায়ন করিলে তাহাদিগের প্রতি প্রধাবন ও সংঘর্ষণ কি করিয়া করিতে হয়—এইরূপ নানাপ্রকার বিভিন্ন যুদ্ধ প্রণালীতে তিনি সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। আবর্ত্তন, পরিমিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া, বিধ্বস্ত সৈনিকগণকে সমন্বিত করা, সাদি ও অশ্বারোহীগণকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করা এবং ইম্পিরিয়াল গার্ডকে (Imperial Guard) সংঘটন করিয়া নির্ম্মম ভাবে শত্রুদিগকে প্রহার করা—তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রণক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া যেন আজ্ঞা করিতেছেন। দূরে—দূরে—' শত্রু পলাইতেছে তথায়—! তথায় অগ্রসর হও, পলায়ন পথ রুদ্ধ কর, অশ্রান্ত নবচমূ অগ্রসর হও। পূর্ব্বগত সৈনিকদিগকে সংরক্ষণ কর" এইরূপ নানা প্রকার মুখভঙ্গী, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ও অর্দ্ধ উল্লম্ফিত হইয়া যেন নিজ রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। মাঝে মাঝে ফরাসীভাষায় রণসঙ্গীত

গাহিতেছেন। সৈনিকেরা যেন উৎসাহিত হইয়া পুনরুদ্দিপ্ত শক্তিতে শত্রুগণের প্রতি প্রতিধাবিত হইতেছে ও আক্রমণ করিতেছে। বন্দুকঅগ্রে সঙ্গীন সন্নিবেশিত করিতেছে। শত্রুদিগের উচ্চস্থান বিদ্ধ করিয়া বহু আয়াসে স্থানটী অধিকার করিতেছে। সেনানী সকল ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে ধাবমান হইতেছে, এবং স্বামিজী মহাসেন হইয়া প্রশস্ত রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। "রণ জয়ী হইল"। "রণ জয়ী হইল"। এইরূপ ভাবে তিনি মহা উল্লসিত হইলেন। কখনও বা এক হস্ত কখনও বা বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ও মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় বিজয়ী সঙ্গীত গাহিতেছেন।

স্বামিজী এত উত্তেজিত ও এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন যে, আমরা সকলে অর্থাৎ চারু বাবু শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম। ভৃত্যগণ, মালিরা এবং তৎস্থানের প্রত্যেক ব্যক্তি যে যেখানে ছিলেন তিনি সেই স্থানেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পদ সঞ্চালনে বা হস্ত-উত্তোলনে কাহারও সামর্থ্য রহিল না। স্বামিজীর দেহ হইতে এত তেজরাশি বিকাশ হইতেছিল যে গৃহের ও তন্নিকটস্থিত বায়ু উতপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা যেন গৃহ ত্যাগ করিয়া অষ্টারলিট্‌জের বা জিনার রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম এবং নেপোলীয়ান যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিয়া কিরূপভাবে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহাই স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বভাব

উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী স্বয়ং নেপোলিয়ান এবং আমরা যেন তাঁহার এক এক জন Marshal, Nay, Soult, Victor, Marmon, Macdonald হইয়া উঠিলাম। আমরাও যেন এক এক জন নেপোলিয়ান হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে, সমস্ত বিঘ্ন অন্তরায়কে পদদলিত করিতে পারি, এইরূপ সাহস ও আত্মপ্রত্যয় আমাদের ভিতর জাগরিত হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি সন্ন্যাসী, যিনি সর্ব্বস্বত্যাগী, যিনি সমাধিস্থ হইয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তিনি হঠাৎ কি পরিবর্ত্তিত হইয়া মহাবিজয়ী, মহাযোদ্ধা রণপণ্ডিত ও রণকৌশলী মহাসেন হইয়া উঠিলেন। রণক্ষেত্রের গতাগতি ও কালোপযোগী চমূ সন্নিবেশ, নানাপ্রকার ব্যূহ রচনাপ্রণালী অবলীলাক্রমে কহিতে লাগিলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টভাবে আমাদিগকে অনুভূত করাইয়া দিতে লাগিলেন।

যাঁহারা স্বামিজীকে তদবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বামিজীর দেহের ভিতর নেপোলিয়ান্ ও অষ্টারলিট্জের বা জিনার রণক্ষেত্র দেখিতে লাগিলেন। স্বামী শিবানন্দজী আমাকে বলেন, "ইহাকেই বলে স্বামিজীর Inspired Lecture" ; ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে স্বামিজীর সকল Lectureই এইরূপ Inspired অবস্থাতে হইয়াছিল।"

তৎপরে স্বামিজী "ললিত বিস্তর" গ্রন্থ হইতে বুদ্ধ দেবের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব শিলাখণ্ডে

বসিবার সময় যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, স্বামিজীও নিজের ভিতর সেই ভাবটী আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন।

"ইহাসনে যুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থি মাংসম্ প্রলয়াঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিম্ বহুকল্প দুর্ল্লভাৎ
নৈবাসনাৎ কায় সমুচ্চলিষ্যতে।"

স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃদিগের ও গৃহি-ভক্তদিগের প্রতি অসীম ভালবাসা ছিল। কাহার কিছু অসুখ শুনিলে বা কোনরূপ কুখবর পাইলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহার নিজের কোন অসুখ হইয়াছে। যতক্ষণ না কোন সুখবর পাইতেন ততক্ষণ বিশেষ চঞ্চল ও অস্থির হইয়া থাকিতেন। এরূপ উদাহরণ তাঁহার জীবনে যথেষ্ট আছে এবং তাহা স্বল্পবিস্তর সকলেই জানেন।

স্বামিজীর শরীর তখন খুব অসুস্থ ছিল, মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ করিয়া শিবানন্দ স্বামীকে বলিতেন, "ভগ্ন শরীর জোড়া তাড়া দিয়ে আর ক'দিন রাখা যাবে? আর দেহটা যদিই বা যায় তা হ'লে নিবেদিতা, শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতি সকলেই আমার কথাটা রাখিবে। এরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাজ করিবে কিছুতেই এরা বিচলিত হবে না, আমার আশা ভরসাস্থল এরাই" এইরূপ তিনি মাঝে মাঝে আশ্বাসবাণী ও আশীর্ব্বাদ বাণী বলিতেন।

এই সময় তাঁহার ভালবাসা, ও সকলের প্রতি আকর্ষণ শক্তি এবং প্রাণটা এত খুলিয়া গিয়াছিল যে, যেন মনে হইত তাঁহার

শরীরের প্রতি অস্থি মাংসটি একটা জমাট প্রেমের নিদর্শন দিতেছে এবং মুখ থেকে যেন প্রেমপূর্ণ স্রোতস্বতী নির্গত হইতেছে। দেখিলেই বোধ হইত—

"ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি।
সৌরভ বিতরি
আপনি সুখায়ে যায়,
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে?"

জগৎটাই যেন তিনি নিজের ভিতর দেখিতেন, আবার নিজেই জগৎ হইতেন। একবার যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর পুরিয়া লইতেছেন, তথায় রাখিয়া নিজবর্ণে রঞ্জিত করিয়া আবার বাহির করিয়া দিতেছেন। একই বহু হইতেছেন, আবার বহুই এক হইতেছেন। ভালবাসা যে এরূপ জলন্ত প্রত্যক্ষ হয়, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহা জীবনে কখন দেখি নাই। কঠোরতা বা কর্কশ ভাবের লেশ মাত্র নাই। "প্রেমময় মূরতি, জনচিত্ত হরি।" আবশ্যক হইলে স্বামিজী জ্ঞানমার্গের কথা বহু পরিমাণে কহিতেছেন, ভক্তির উৎস উঠাইয়া দিতেছেন, কর্ম্মের প্রতাপে ধরণী বিদলিত বিকম্পিত করিতেছেন, ধ্যান সমাধির চরম সীমা দেখাইতেছেন আবার পরমুহূর্ত্তে বালক, যেন কিছু জানেন না, কিছুই বুঝেন না, কখন যেন এসব ব্যাপার জীবনে শুনেন নাই।

আমরা যখন জগতকে মাঠ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি পৃথক বলিয়া দেখি, তখন সমস্তই পৃথক, জড় ও মৃত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহাদ্বন্দ ভাবে পরস্পরে সংঘর্ষণ

করিতেছে; এক অপরকে নাশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে—এবং "ধ্বংশ—ধ্বংশ"—এই বাণী সকলের মুখে বহির্গত হইতেছে। কিন্তু যখন সমস্ত বস্তুর ভিতর প্রাণ দেখি, চৈতন্যবস্তু উপলব্ধি করি, তখন ভাল মন্দ, ছোট বড়, উঁচু নীচু ভাব আর কিছু দেখা যায় না। সবই চৈতন্যময়, সবই জীবন্ত। এই চৈতন্যময় বিকাশের নাম লীলা। সবই মধুময়, সবই জীবন্ত, সবই প্রণম্য।

"চেতন যমুনা চেতন রেণু,
গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা খেলা খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

লীলা দর্শন করাই হচ্চে মহা সৌভাগ্যের বিষয়। সমস্ত সৃজিত বস্তুর ভিতর চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্নিহিত আছেন—এইটা দর্শন করা মহা সৌভাগ্য। প্রত্যেক বস্তুই হচ্চে লীলা। সৎ অসৎ বলে সেখানে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না। লীলা দেখিলেই, লীলা উপলব্ধি করিতে পারিলেই নিত্য আপনি আসিয়া যায়। নিত্যের জন্য কোন প্রয়াস পাইতে হয় না, কারণ লীলাই নিত্য হইয়া যায়, নিত্যই লীলা।

স্বামিজী ব্যক্তি বিশেষে বা প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতেন যে স্বামিজীর সেইটাই এক মাত্র ভাব

আর ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অপর ব্যক্তিও স্বামিজীকে আপনার ভাবের মত দেখিত এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে বুঝিত। কিন্তু এই সকল ভাব বিকাশমাত্র—লীলা। তিনি শ্রোতার উপযোগীতা অনুসারে তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন, এবং যেই পথ অবলম্বন করিলে তাহার অভীষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে সেইটী তিনি তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতেন। কিন্তু নিজে সেই ভাবের অতীত অবস্থায় থাকিতেন, তাহাকে নিত্যস্বরূপ বা নিত্য বলে। যে সকল ব্যক্তি স্বামিজীকে দর্শন করিয়াছেন তাহাদের সকলেরই মত সত্য, কিন্তু নিত্য হচ্ছে সকলের উপর, তাহা পূর্ণত্ব, আর ভাবরাশি হচ্ছে খণ্ডত্ব।

এই সকল কারণবশতঃ স্বামিজী অনেক সময়ে শিশু বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন ও তদ্রূপই থাকিতেন। কোন বিষয় বদ্ধভাব বা উচ্চনীচ ভাব বা অভিমানের ভাব তাঁহার কিছুই থাকিত না। যখন যেখানে ইচ্ছা হয় বসিতেছেন, যা'র সহিত ইচ্ছা হইতেছে কথা কহিতেছেন; চাকর, মাঝি প্রভৃতির সহিত কাঁধে হাত দিয়া ঠিক্ যেন তাহাদের সমশ্রেণীর লোক হইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন; এমন কি সামান্য সামান্য কার্য্যেতেও তাহাদের উপদেশ শুনিতেছেন। বালক যেমন ভৃত্যদিগের উপদেশ ও পরামর্শ লয় তিনিও তদ্রূপ করিতেন, কোন বাধা বিঘ্ন নাই। কিন্তু সকল বিষয়ের ভিতর একটী বস্তু পরিলক্ষিত হইত,— মাধুর্য্য। প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি এই ভাবটি তাঁহার সামান্য কার্য্যেতেও প্রকাশ

পাইত। বেলুড়মঠে মৃত্তিকা দিয়া সমতল করিবার সময় যে সকল ধাঙ্গর আসিয়াছিল, তাহারাও মুগ্ধ হইয়া স্বামিজীর কাছে বসিয়া থাকিত আর বলিত, "হারে তোর কাছে গিলে হামরা সব কাজ ভুলে যাই, তোর মিঠে বুলি শুন্‌লে হামরা কাজ কর্‌তে পারি না, তাহ'লে ঐ বুড়োটা (জনৈকের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) হামাদের রোজ দিবে না।"

আমরাও যখন অল্প বয়সে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই, তখন জ্ঞান ভক্তি ধ্যান কর্ম্ম এসব বিষয় কিছুই বুঝিতাম না; বালক বালকের স্বভাব। কিন্তু স্বামিজীর ভালবাসা স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল তাহা মানুষের ভালবাসা নয়—অন্য জগতের ভালবাসা। তার কাছে অন্য ভালবাসা ফিকে হ'য়ে যায়, সেই ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম। স্বামিজীকে যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই বলিবেন যে, জীবনে এমন একটা লোক দেখিয়াছি যিনি ভালবাসিতে জানেন, এবং যিনি শুধু ভালবাসাই শিখাইতে এ জগতে আসিয়াছিলেন। এই ভালবাসার জন্য কত যুবক গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছে, একটি ধাঙ্গারকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিতেছে, দেশে দেশে ঠাকুর স্বামিজীর কথা প্রচার করিতেছে। প্রেমই সাধনা, প্রেমই তপস্যা, প্রেমই ভগবান।

ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, সমস্ত দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত ঋষিদিগের কাছে এই প্রার্থনা, সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবের নিকট এই প্রার্থনা যে, যেন এই স্বামিজীচরিত ধ্যানীর

ধ্যানমার্গের সহায়তা করে, যোগীর যোগের সহায়তা করে, ভক্তের ভক্তির সহায়তা করে, জ্ঞানীর জ্ঞানের সহায়তা করে, কর্ম্মীর কর্ম্মের সহায়তা করে এবং সাধারণ লোকদিগকে অদ্ভুত আদর্শ দর্শন করাইয়া সকলকে স্বামিজীর দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। ভারতের প্রত্যেকের ভিতর, জগতের প্রত্যেকের ভিতর যেন দেবভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। যেন সকলের ভিতর সেই মহান আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আচণ্ডাল সকলের চরণে আমার বিনীত প্রণাম, তাহারা পবিত্রমনে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

সমাপ্ত।